

বিজেপির সংবিধান অনুযায়ী সকলের সমানাধিকার ও সুযোগ রয়েছে ঃজে পি নাড্ডা



পাটনা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপির সংবিধান অনুযায়ী সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার বিহারের রাজধানী পাটনায় দলের সদস্যপদ অভিধান কর্মসূচি ২০২৪-এর বক্তব্য রাখেন নাড্ডা। এই অনুষ্ঠানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বলেছেন, আমাদের দলের সংবিধান অনুযায়ী, সবার সমান অধিকার ও সুযোগ রয়েছে, কেউ ছোট অথবা কেউ বড় নয়। অন্য দলগুলিতে, আপনারা শুধুমাত্র প্রকাশ হতে পারেন, যদি আপনি একটি বিশেষ পরিবার অথবা বিশেষ জাতের হন। তবে এখানে (বিজেপিতে) প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতো একজন ব্যক্তি যিনি একটি সাধারণ পরিবার থেকে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন।

হরিয়ানায় এএপি-কংগ্রেস জেটি নীরব প্রিয়াক্ষা, বললেন আলোচনা আপাতত চলছে



নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস ও আম আদমি পাটির সম্ভাব্য জেটি প্রসঙ্গে নীরবতা বজায় রাখলেন এপিএর জাতীয় মুখপাত্র প্রিয়াক্ষা কঙ্করা। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রিয়াক্ষা বলেছেন, আলোচনা চলছে। এখনই কিছু বলা খুব ভাড়াটাড়ি হয়ে যাচ্ছে।এপিএর জাতীয় মুখপাত্র প্রিয়াক্ষা কঙ্করা আরও বলেছেন, হরিয়ানায় আম আদমি পাটি নিরন্তর কাজ করছে। আমরা ৯০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত...আমাদের সংগঠন শক্তিশালী। আমরা ১-২ দিনের মধ্যে প্রাণী যোগ্য করব। তবে আমরা আশা করি (জেটি নিয়ে) কিছু উপসংহারে পৌঁছাতে পারব।

উদ্বোধনী ব্যানারে নাম বদল, দলীয় সাংসদকে কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃদলের সাংসদের বিরুদ্ধে শনিবার বিম্বেহারক অভিযোগ আনলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।গত বৃধবার ঘটালি হাসপাতালে ডায়ালাসিস ইউনিট উদ্বোধন করেছিলেন অভিনেতা-সাংসদ দেবা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে কুণালের অভিযোগ, ওই ডায়ালাসিস ইউনিট আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাটুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন।উদ্বোধক হিসেবে তাঁর নামও লেখা ছিল। দলনেত্রীর নাম সরিয়েই এবার দেবের নাম লেখা হয়েছে।কেবল অভিযোগই নয়, দেবকে রীতিমতো কুঁকছে তৃণমূল নেতা। মুখ্যমন্ত্রীর নাম বদলে কীভাবে দেবের নাম বসে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি কুণালের কটাক্ষ, ‘সুপারস্টার কেইই বলে’। ওই পোস্টে মুখ্যমন্ত্রীর বদলে উদ্বোধক হিসেবেই নাম আসায় দেবকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন কুণাল।

লাইনচ্যুত ইন্দোর- জব্বলপুর ওভারনাইট এক্সপ্রেস

জব্বলপুর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে লাইনচ্যুত হয়ে গেল ইন্দোর-জব্বলপুর ওভারনাইট এক্সপ্রেস। এক্সপ্রেস ট্রেনের দু’টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। শনিবার সকাল ৫.৫০ মিনিট নাগাদ লাইনচ্যুত হয়ে যায় ইন্দোর-জব্বলপুর ওভারনাইট এক্সপ্রেস।পশ্চিম মধ্য রেলের সিপিআরও হরহতী শ্রীবাস্তব বলেছেন, ট্রেনটি ইন্দোর থেকে আসছিল। জব্বলপুর স্টেশনের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢেকার আগে, গীর গতিতে যাচ্ছিল ট্রেনটি। সেই সময় ট্রেনের দু’টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন।

দেশজুড়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত গণেশ চতুর্থী, শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ সমগ্র দেশে শনিবার উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী উৎসব মহারাষ্ট্রের শনিবার থেকেই শুরু হয়েছে গণেশ উৎসব। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেচ্ছাবার্তায় জানিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে গণেশ চতুর্থীর হার্দিক শুভকামনা।ভগবান গণেশ

সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক। পারিবারিক পূজোর পাশাপাশি দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগেও হচ্ছে গণেশ আরাধনা। পূজো প্যান্ডেলগুলিকে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ১০ দিন নির্জর এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে গণেশ চতুর্থীর হার্দিক শুভকামনা।ভগবান গণেশ

বাগ্মা’র পুজোয় মাতল গোট। দেশ। মুহুঁই থেকে কলকাতা, দিল্লি থেকে বেসালুক- সর্বত্রই গণেশ আরাধনায় মেতেছেন দেশবাসী। মহা ধুমধাম করে মুহুঁইসহ মহারাষ্ট্রজুড়ে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। গণেশ আরাধনায় ব্রত হয়েছে আহমেদাবাদ, কলকাতা- সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তাধিমের গণেশ মূর্তি, বিশালকার মণ্ডপ, বাহারি আলোক সজ্জা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ।

মুহুঁইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। লাড্ডু প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়েছে গণপতিকে। হিন্দু শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সর্বপ্রাে পূজিত হন গণেশ। সমস্ত বাধাবিধ, সমস্যা, দূর করতে সিদ্ধিদাতার পূজা করে থাকেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। ‘গণপতি বাগ্মা মৌরিয়া’ এই শব্দবন্ধই ধনিত হচ্ছে দেশজুড়ে।

বৃষ্টিতে বিরাম নেই দেশজুড়ে এখনই থামবে না বর্ষণ, সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বরঃ সমগ্র দেশেই এই মুহূর্তে বৃষ্টিপাত চলছে, কোথাও ভারী আবার কোথাও অতিভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী কিছু দিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ৮ সেপ্টেম্বর অক্সপ্রদেশ উপকূল, মধ্য মহারাষ্ট্র ও গোয়ায় বৃষ্টিপাত হবে। ৯ সেপ্টেম্বর কর্ণাটক উপকূল, কেরল, ওড়িশা, পূর্ব রাজস্থান, ছত্তিশগড়, বীরভর, ঝাড়খণ্ড ও গোয়ায়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হবে তেলেঙ্গানা এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ও।আইএমডি জানিয়েছে, ৯ তারিখ মধ্য মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড, মণিপূর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর



১০ তারিখ তেলেঙ্গানা, অরুণাচল প্রদেশ, অসম ও মেঘালয়, ছত্তিশগড়, বীরভদ্র, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং নাগাল্যান্ড, মণিপূর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি হবে। ১১ সেপ্টেম্বরও উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি ছাড়াও ছত্তিশগড়, বীরভদ্র ও

কেরলে বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত। বৃষ্টি হবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল প্রদেশ এবং পূর্ব মধ্যপ্রদেশে। পরের দিন ১২ তারিখও উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড় ও অরুণাচলে ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।অন্যদিকে গুজরাট ও

১০ বছরে জন্মু ও কাশ্মীরে ৭০ শতাংশ সন্ত্রাসবাদ কমানোর কাজ করেছে বিজেপি:অমিত শাহ



জন্মু, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিগত ১০ বছরে জন্মু ও কাশ্মীরে ৭০ শতাংশ সন্ত্রাসবাদ কমানোর কাজ করেছে বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শনিবার জন্মুতে এক নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের কারণে কাশ্মীরে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাশ্মীরে এমন সরকার ছিল, যারা সন্ত্রাসবাদের প্রতি অন্ধ ছিল। এমন কিছু মানুষ আছেন যারা এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রী হবেন যখন শান্তি থাকবে এবং যখন সন্ত্রাস থাকবে তখন তারা দিল্লিতে চলে যাবেন এবং কফি বােরে কফি পান করবেন। ভারতীয় জনতা পাটি ১০ বছরে সন্ত্রাসবাদ ৭০ শতাংশ কমানোর কাজ করেছে।অমিত শাহ আরও বলেছেন, বহু বছর পর নিভেয়ে অমরনাথ যাত্রা করা হয়েছে।

বহু বছর পর উপত্যকায় নাইট থিয়েটার শুরু হয়েছে, উপত্যকায় বের হয় তাজিয়া মিছিল। জন্মু ও কাশ্মীরের জনগণ বিশেষ করে জন্মুর জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা সন্ত্রাস চায় নাকি শান্তি ও উন্নয়ন চায়। এনসি (ন্যাশনাল কনফারেন্স) এবং কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে সন্ত্রাস আসবে এবং বিজেপি এলে এখানে কেউ অনুপ্রবেশ করতে পারবে না।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, এখানে একটা গুঞ্জন চলছে যে, ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকার গঠন করতে চলেছি। আমি খুব অল্প বয়স থেকেই নির্বাচনী পরিসংখ্যানেই ছাত্র এবং আমি আপনাদের বলছি, জন্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেস এবং ফারুক আবদুল্লাহর সরকার কখনই তৈরি হতে পারে না।

জল আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিচার দাবি বাংলাদেশের বিশিষ্টজনের

ফেনী (বাংলাদেশ), ৭ সেপ্টেম্বর ঃ নদীর বাঁধ কেটে ফেনি সহ দেশের ১১টি জেলাকে বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জল আগ্রাসনের দায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিচার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্টজনেরা।শুক্রবার ফেনিতে ‘স্ট্রাইক ফর ওয়াটার জাস্টিস’ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা তারা এ দাবি জানান। ফেনির শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে ফেনির নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ‘আমরা ফেনী বাসী’। দেশের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, ছাত্রজনতা সহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছেন।কর্মসূচিতে পৌরোহিত্য করেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির কবিজন অনুরাগে ডিন ও পরিবেশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার। কর্মসূচি থেকে ‘১১ দফা ফেনী ঘোষণা’ তুলে ধরেন দৈনিক ফেনীর সময় সম্পাদক ও সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) ফেনী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক শাহাদাত হোসাইন।আয়োজক ‘আমরা ফেনী বাসী’র অন্যতম উদ্যোক্তা বুরহান উদ্দিন ফয়সলের সঞ্চালনায় স্ট্রাইক কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করেন নদী ও জল বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ এজাজ, বৃত্তিদক্ষা বাচাও আওদালনের আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) যুগ্মসম্পাদক মিহির বিশ্বাস, বাপার যুগ্মসম্পাদক হুমায়ুন কবির সুমন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজি) প্রাক্তন সভাপতি এম আব্দুল্লাহ, নারী নেত্রী নূর তানজিলা রহমান, ফেনী প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি আব্দুর রহিম, দৈনিক ফেনীর সম্পাদক আরিফ রিজতি, ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির যুগ্মসম্পাদক এমদাদ হোসাইন, কবি ও সমাজকর্মী ফজলুল হক, সমাজকর্মী আমের মন্সি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র



আন্দোলন-এর ফেনী জেলার সমন্বয়ক আবুল আজিজ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সেরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক ইমাম হোসেন, কবি ও সমাজকর্মী আলমিল্লাহ আরান।অনুষ্ঠানের শেষ দিকে এই কর্মসূচির প্রতি সংহতি জানান জায়গাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক লিয়াকত আলি ভূইয়া। স্বাগত বক্তব্য দেন আমরা ফেনী বাসী প্ল্যাটফর্মের অন্যতম উদ্যোক্তা কেফায়েত শাকিল। অনুষ্টান ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আরেক উদ্যোক্তা আবদুল্লাহ হাসান।অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, ভারত বন্যায় শুধুই প্রাকৃতিক নয়, ভারত কোনওভাবে এর দায় এড়াতে পারে না। এই বন্যায় ফেনী সহ ১১টি জেলার মানুষ মানসিক, শারীরিক ও আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তিনি। একইসঙ্গে সকল অভিন্ন নদীতে ডামাম বা বাঁধ অপসারণের দাবি জানান এই বিশেষজ্ঞ।মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ভারত চাইলেই যে এক দিনে বাঁধ কেটে বাংলাদেশের মানুষকে বিপদে ফেলে দিতে পারে, এবারের বন্যা তার উদাহরণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের ৫৪টি অভিন্ন নদীতে ৬৮টি বাঁধ দিয়েছে ভারত। প্রতিটির হিসাব ভারতকে দিতে হবে।জল বিশেষজ্ঞ বলেন, ভারত

দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও ফারাক্কায বাঁধ দিতে পারেনি। শেখ মুজিবের শাসনামলে ভারত এই বাঁধ দিতে সক্ষম হয়। ফেনী নদীর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ভারতেই হাতে। এ দেশে দিল্লির আধিপত্যবাদের প্রোভাঙ ছিলেন শেখ হাসিনা (বাংলাদেশের সদ্যপ্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)। দেশে উন্নয়নের বয়ান হইনিবার ছিল না, এটি ছিল মোদীর (ভারতের প্রধানমন্ত্রী) শেখানো বুলি। উন্নয়নের নামে নদী ও পরিবেশ ধ্বংস করেছেন শেখ হাসিনা।মিহির বিশ্বাস বলেন, ফেনীর মানুষ লড়াইসংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে জানে। ভারতীয় জল আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও ফেনী বাসী হারবে না। ভারতকে জল নিয়ে বৈষম্যহীন আরণেরে আহ্বান জানান তিনি।হুমায়ুন কবির সুমন বলেন, দেশের এবারের বন্যা যতটা না-প্রাকৃতিক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। জল আগ্রাসনের দায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিচার দাবি করেন তিনি।সাংবাদিক নেতা এম আব্দুল্লাহ বলেন, ভারত শুধু জলসন্ত্রাস নয়, সীমান্তে বাংলাদেশে হতে থাকছে বাঙালিশে হত্যা, এ দেশের ভোটাধিকার হরণ ও বাণিজ্য আগ্রাসন চালিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। আচরণ না পারলেই ভারতকে এর মূল্য দিতে হবে।‘১১ দফা ফেনী ঘোষণা’ গুলি যথাক্রমে (১) আন্তঃ সীমান্তীয় সব নদী থেকে ডামবায়রেজ বা যে নামেই ডাকা হোক নাহলেন, (২) তা অপসারণ করতে হবে,

এবারের বন্যার জন্য ফেনীর পরশুরামে ভারতের ইচ্ছাকৃত বাঁধ কেটে দেওয়া বহুলাংশে দায়ী। এজন্য জাতিসংঘের সহায়তায় ভারতকে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে, (৩) হুম্বির চরে নোম্যান ল্যান্ডে ভারতের কেটে দেওয়া সুরক্ষা বাধাটি অবিলম্বে পুনর্নির্মাণ করতে হবে, (৪) বাংলাদেশের জলের ন্যায় অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং ফেনী নদী থেকে অবৈধভাবে জল উত্তোলন চলবে না, (৫) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি নাগরিককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, (৬) কৃষি, মৎস্য, পোশ্টি ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ, প্রগোদনা এবং সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে, (৭) শিক্ষা ও অবকাঠামো খাতের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে অতি দ্রুত তা মেরামত করতে হবে, (৮) নদীদান্ডা রোধে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা চাই। মুছাপুর ক্লেজার পুনর্নির্মাণে কালাবিলম্ব না করে পদক্ষেপ নিতে হবে, (৯) বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়ার পেছনে বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনেরও দায় আছে, এজন্য দায়ী দেশগুলোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে এবং বাংলাদেশ সরকারকে জলবায়ু পরিবর্তনে রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে, (১০) উন্নয়নের নামে জলাধারে কোনও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যাবে না। ভরাট করা খাল ও নদীর নাবা ফিরিয়ে দিতে হবে। দম্ফলারদের বিরুদ্ধে কর্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, (১১) নদী ও পরিবেশ দূষণ রোধ এবং বনভূমি উজাড় বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা চাই।স্থানীয় কয়লাটি যুগ সংগঠনও এতে অংশ নিয়েছে। এর মধ্য রয়েছে ফেনী জেলা ক্ষেচ্ছাসেবক পরিষর, ইয়ুথ নেট স্প্রাভল ফেনী শাখা, ইকো রেক্রুটেশন, ফেনী ছাত্র ও যুব সমিতি, লন্স্বর হাট ব্লাড ডোনেট অ্যাসোসিয়েশন, মির্জা ফাউন্ডেশন, প্রশন গ্রিন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ প্রকৃ তি সংরক্ষণ জোট (বিএনসিএ), প্রয়াস, আমরাই আগামী ও ফেনী ফ্লাড রেসপন্স টিম।

ভোটের আগে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো জন্মু ও কাশ্মীরে, ভোট কেন্দ্রে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা

শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে জন্মু ও কাশ্মীর। সর্বদা কড়া নজরদারি চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। তাছাড়া ভোটগ্রহণ যাতে সূষ্ঠাভাবে সম্পন্ন হয়, তা ভোটদান কেন্দ্রে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ডোডার জেলা নির্বাচনী অফিসার হরবিন্দর সিং বলেছেন, এই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল নজরদারি। আমাদের ২৭টি স্ট্যাটিক নজরদারি দল রয়েছে, তারা ২৪ ঘণ্টা সীমান্তে ৩টি শিফটে কাজ করবে। আমাদের ২৭টি ফ্লাইং স্কোয়াডে দলও রয়েছে...আমরা ৫৪৪টি ভোটকেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভির মাধ্যমে লাইভ পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছি।শ্রীনগর, ডোডা সহ জন্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। ৯০ আসন বিশিষ্ট জন্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় ভোট হবে ৩ দফায়। প্রথম দফায় ভোট ১৮ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় দফায় ভোট ২৫ সেপ্টেম্বর ও তৃতীয় দফায় ভোট ১ অক্টোবর। ফল ঘোষণা ৮ অক্টোবর।

ধ্বংসস্তূপ সরানো হয়েছে, যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত বদীনাথ হাইওয়ে

চামোলি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃঅবশেষে স্তম্ভি ধ্বংসস্তূপ সরানো হয়েছে, এরপর শনিবার সকাল থেকেই যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বদীনাথ হাইওয়ে। শনিবার সকালে চামোলি পুলিশ জানিয়েছে, পাগলানালা ও নন্দপ্রয়াগে ধ্বংসাবশেষের কারণে অবরুদ্ধ ছিল বদীনাথ হাইওয়ে। ধ্বংসস্তূপ সরানোর পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।শনিবার সকাল থেকে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে বদীনাথ হাইওয়েতে। উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টির ফলে পাগলানালা ও নন্দপ্রয়াগে পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসে পাথর, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তা। মেরামতের পর খুলে দেওয়া হয়েছে বদীনাথ হাইওয়ে। এর ফলে স্তম্ভি পেলেন আটকে পড়া বিপুল সংখ্যক মানুষ।

৮-১৪ সেপ্টেম্বর মূলত শুষ্ক থাকবে জন্মু ও কাশ্মীর, তারপরই ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা



শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের আবহাওয়া বদলে যাবে জন্মু ও কাশ্মীরে, ৮ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, এই সময়কালে মূলত শুষ্ক থাকবে জন্মু ও কাশ্মীরে ও এই সময়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে, ১৫ তারিখের পর আবারও বৃষ্টি হবে ভূম্বর্গে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৮-১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জন্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এই সময়ে আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। ১৫ তারিখের পর জন্মুর বেশিরভাগ এবং কাশ্মীরের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

সকলকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন, গণেশ চতুর্থীতে প্রার্থনা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ গণেশ চতুর্থীর এই শুভ উল্লাস্কে, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সকলকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন এবং সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিন। গণপতি বাগ্মা মোর্ঘা! গণেশ চতুর্থীতে এই প্রার্থনা করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্শানির রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর। গণেশ চতুর্থীর পবিত্র উৎসবে সকল দেশবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত এই উৎসব



সামাজিক শক্তির একটি সুন্দর উদাহরণ উপস্থাপন করে। আমাদের ঐতিহ্যে, ভগবান শ্রী গণেশের মঙ্গলদাতা এবং বাধা দূরকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

হাইকোর্টের অনুমতিক্রমে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে অবস্থানে সালেম খান

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন আমতার আনিসের বাবা সালেম খান। শ্যামবাজারে ধরনায় বসার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। এই মামলার পরিস্থিতিতে তাঁকে শর্তসাপেক্ষে ধরনায় বসার অনুমতি দেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজশর্ত অনুযায়ী, আগামী ৭ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আনিস খানের বাবাকে ধরনায় বসার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি। শ্যামবাজারে ১২ ফুট ল ১৫ ফুট মঞ্চ বানানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দুপুর ২টো থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ধরনায় বসবেন তাঁরা। ৩০০ লোক নিয়ে অবস্থানে বসতে পারবেন সালেম খান। আর, মানতে হবে শব্দবিধি।২০২২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি আনিস খান হয়ে উঠেছিল রাজ্যের অন্যতম চর্চিত বিষয়। অভিযোগ ছিল, পুলিশকর্মীরা তাঁর খোঁজে বাড়িতে গিয়ে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। যার জেরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যদিও তদন্তে উঠে আসে অন্য তথ্য। জানা যায়, পালাতে গিয়ে পড়েই আনিসের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সঠিক তদন্ত এবং দেশীদেীর সাজা চেয়ে সরগমম হয়েছিল রাজ্য।আনিসের দাদা সাবির খান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরাও সুরিচার চাই। বাবার সঙ্গে আমিও

প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ গৃহীত, ৯-১০ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে আবুধাবির যুবরাজ

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ৯-১০ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে আসছেন আবুধাবির যুবরাজ শেখ খালেদ বিন মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি ভারত সফরে আসছেন। শনিবার বিশেষ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ মোদীর আমন্ত্রণে, আবুধাবির যুবরাজ শেখ খালেদ বিন মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ৯-১০ সেপ্টেম্বর



ভারত সফরে আসছেন। এটি হবে ভারতে তাঁর প্রথম সফর। তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সরকারের একাধিক মন্ত্রী এবং একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল আসবেন ভারতে।

কিংবদন্তী হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যান চাঁদ-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে খেল উৎসব ২০২৪এর আয়োজন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ৭ সেপ্টেম্বরঃমজর ধ্যান চাঁদএর জন্মবার্ষিকী এবং যুগ বিযয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের জাতীয় ক্রীড়া দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন দিল্লির মেজর ধ্যান চাঁদ স্টেডিয়াম ও জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে ২৭ থেকে ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত খেল উৎসব ২০২৪এর আয়োজন করা হয়েছিল। মন্ত্রকের প্রথমবারের এই ট্রেনেলিট জিকের, হকি, ব্যাডমিন্টন এবং টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। মন্ত্রকের ২০০র বেশি আধিকারিক ও কর্মী উৎসাহউদ্দীপনার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। পরবর্তী লেলে উৎসবে আরও কয়েকটি বিভাগকে যুক্ত করতে আগ্রহী মন্ত্রক। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের শান্তি ভবনে পিআইবি কনফারেন্স প্রেক্ষাগৃহে ধ্যান চাঁদ ট্রফি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাভু এবং মন্ত্রকের অন্যান্য পদস্থ অধিকারিকরা।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২১ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌর ২২ ভাদ্র, চান্দ্রঃ৪ পদ্যান্বাস মাস, ২৯৪৬ শুক্লাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাব্বৎ, ২৫৬৮ বৃদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২৩ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ৪ লাংবান, আসামঃ ২১ ভাদ্র, মুসলিমঃ৩৮-রবিউল ‘আউলাল ১৪৪৬ হিজরী।
শ্রীগনেশ চতুর্থী সিদ্ধিবিনায়কে পূজাসুখ্ উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৩ঃ৩৬ এবং অন্তঃ বিকাল ০৫ঃ৪৪ঃ০২।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৮ঃ৩৬ঃ২৮(৭) এবং অন্তঃ রাত্রি ০৮ঃ০৭ঃ০২(৭)।শুক্র পক্ষ।
তিথিঃচতুর্থী (বিজ্ঞা)
দুপুর ঘ ০২ঃ ৩৬ঃ৪১ দঃ ২০ঃ৩৬ঃ৪১ পদ্যন্তঃক্ষত্রঃ চিত্রা সকাল ঘ ১০ঃ১৩ঃ১৮ দঃ ১২ঃ৪২.৫ পর্যন্ত পরে স্বাকীরণঃগবিষ্ট দুপুর ঘ ০২ঃ৩৬ঃ৪১ দঃ ২০ঃ৩২ঃ৩০ পর্যন্ত পরে বব সকাল ঘ ০২ঃ৩১ঃ ৪৬ দঃ ৫২ঃ৪৯২৭.৫ পর্যন্ত পরে বলবযোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১০ঃ০১ঃ৪৫ দঃ ৪১ঃ৬৫ঃ১০ পর্যন্ত পরে ইন্দ্রঅমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৩০ থেকে ১২ঃ৪৭ঃ৫৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৪ঃ০৩ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৫৭ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৭ঃ১৪ থেকে- ০১ঃ৩০ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ ১৭ঃ০৮ থেকে ০৩ঃ৫০ঃ২২ পর্যন্ত।
কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ১৩ঃ৩৬ থেকে - ০৭ঃ৫২ঃ২৫ পর্যন্ত।
কুলিকরাত্রিঃ ০৫ঃ৪৪ঃ০৮ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ৪৬ পর্যন্ত।
বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৬ঃ২৮ থেকে - ০২ঃ৩৯ঃ১০ পর্যন্ত।
কালবেলাঃদিন ০৫ঃ২৩ঃ৪১ থেকে - ০৬ঃ৫৬ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১১ঃ৩৫ থেকে ০৫ঃ৪৪ঃ০৮ পর্যন্ত।
কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৪ঃ০৮ থেকে ০৭ঃ ১১ঃ৩৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫৬ঃ১৫ থেকে - ০৫ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্তগ্রহঃফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ৪২ঃ০৫ঃ৮৮ (১১) ৩ পদ্যন্তঃ ৬১ঃ১৩ঃ৪৭ (১৫) ৩ পদ্যন্তঃ ২৫ঃ৭১৬ (৫) ৪ পদ্যঃ৪৬ঃ৬২ঃ৪১২ (২০) ২ পদ্যঃ৪৬ঃ৪৬ঃ২৬ঃ২৪ঃ৩ (৫) ১ পদ্যঃ৬ঃ১৬ঃ৫১ঃ১৩ঃ৮ (১৩) ৩ পদ্যঃশনিঃ১০ঃ৮৩ঃ২৮ (২৪) ৪ পদ্যঃরাঃ১১ঃ১৫ঃ৪০ঃ৪৩ (২৬) ৪ পদ্যঃকুঃ৩ঃ৫১ঃ৪০ঃ৪৩ (১৩) ২ পদ্যঃশনি বক্রিলাঃগুঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ০০ঃ৫৮ পর্যন্ত।
কর্ষা রাশি সকাল ০৮ঃ১৫ঃ১০ পর্যন্ত।
ভুল্লা রাশি সকাল ১০ঃ২৫ঃ২০ কর্ণা রাশি সকাল ১২ঃ৪১ঃ০৪ পর্যন্ত।
ধনু রাশি দুপুর ০২ঃ৪৬ঃ২২ কর্ণা রাশি সকাল ০৪ঃ৩০ঃ৩০ পর্যন্ত।
মকর রাশি বিকাল ০৪ঃ৩০ঃ ১৬ পর্যন্ত।
কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ ০৬ঃ৪০ পর্যন্ত।
মীন রাশি বিকাল ০৯ঃ৩৭ঃ৪৩ পর্যন্ত।
মেঘ রাশি রাত্র ০১ঃ৮ঃ৪৭ পর্যন্ত।
বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ১৬ঃ৪০ পর্যন্ত।
মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩০ঃ৪০ পর্যন্ত।
কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৫ঃ৪৩ পর্যন্ত।

আবহাওয়া
একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বাভিচারক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৪ শতকরা এবং ৫০ শতকরা। জোয়ার-সকল ১১ টি ৫৬ মিনিট এবং রাত ১১ টি ৫৫ মিনিট। ভাট-বেলা ৩টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টি ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয়ঃ ৫টা ১২ মিনিট এবং অন্তঃ ৬টা ১৪মিনিট

রাশিফল
মেঘ রাশিঃ প

টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে শারীরিক নির্যাতনের শিকার ছাত্রী, গ্রেফতার দুই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ৭ সেপ্টেম্বরঃ আর জি কর কান্ডের মাঝেই এবার টিউশন থেকে ফেরার পথে এক স্কুল ছাত্রীর হাত ধরে টানাটানিকে ঘিরে চরম উওজনা ছড়ালো কুলতলিতে।আর এই হেনস্থার অভিযোগে কুলতলিতে গ্রেফতার টোটো চালক-সহ দুই জন। এ ব্যাপারে ঐছাত্রীর বাবা বলেন, কয়েক জন সহপাঠীর সঙ্গে

কুলতলি

শুক্রবার সন্ধ্যায় টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরছিল তাঁর দশম শ্রেণীর মেয়ে। সঙ্গে ছিল ওর সহপাঠীরা। ওই ছাত্রীর হাত ধরে টানাটানি করা হয়েছে। মুখও চেপে ধরা হয়েছে। এই ঘটনায় শুক্রবার রাতে কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই



নির্ঘাতিতার পরিবার। আর তার পরে এই ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার ভোর রাতে দু’জন অভিযুক্ত কেই গ্রেফতার করেছে কুলতলি থানার পুলিশ। ধৃতরা

পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নির্ঘাতিতা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। এ ব্যাপারে ঐ ছাত্রীর বাবা বলেন, কয়েক জন সহপাঠীর সঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরছিল সে। তখনই একটি টোটো তাদের কাছে এসে থামে। টোটো চালক শাহজাদ লস্কর ও ওবাইদুল্লা লস্কর ওই ছাত্রী কে উদ্ভক্ত করেন। তার হাত ধরে টানাটানি শুরুকরে। সে চিৎকার করলে তার মুখ চেপে ধরা হয় বলেও অভিযোগ করেছেন ঐ ছাত্রীর বাবা। সে সময়ে বাকি ছাত্রীরা চিৎকার করলে পালিয়ে যান অভিযুক্তেরা। আর এই ঘটনায় আতঙ্কিত নির্ঘাতিতা সহ বাকি ছাত্রীরা। তাঁরা পুরো বিষয়টি বাড়িতে গিয়ে বাবা-মাকে জানায়। এর পর নির্ঘাতিতা এবং তার এক সহপাঠী, দু’জনের বাবা অভিযুক্ত দের খোঁজ

শুরু করেন। তাঁরা অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে ফেললে তাদের পাল্টা হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এর পরে এই ঘটনায় শুক্রবার রাতে কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্ঘাতিতা ঐ ছাত্রীর বাবা। ঘটনার অভিযোগ পেয়ে দুই অভিযুক্তকে এলাকা থেকেই গ্রেফতার করে কুলতলি থানার পুলিশ। নির্ঘাতিতার শারীরিক পরীক্ষাও করা হয় জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে। বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস শনিবার বলেন, নির্ঘাতিতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করছে কুলতলি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দু’জকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদেরকে এদিন আদালতে পাঠানো হয়।

শুক্র করনে। তাঁরা অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে ফেললে তাদের পাল্টা হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এর পরে এই ঘটনায় শুক্রবার রাতে কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্ঘাতিতা ঐ ছাত্রীর বাবা। ঘটনার অভিযোগ পেয়ে দুই অভিযুক্তকে এলাকা থেকেই গ্রেফতার করে কুলতলি থানার পুলিশ।

নির্ঘাতিতার শারীরিক পরীক্ষাও করা হয় জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে। বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস শনিবার বলেন, নির্ঘাতিতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করছে কুলতলি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দু’জকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদেরকে এদিন আদালতে পাঠানো হয়।

মধ্যবয়সী এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ সেপ্টেম্বরঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে মধ্যবয়সী এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ান। শনিবার সকালে তাঁর বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে জগৎবল্লভপুরের কালিতলা বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা পীযুষ কুন্ডু (৫২) এদিন সকালেও প্রতিদিনের মতো সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সকলের

সঙ্গে কথা বলেন। এরপর দোতলায় নিজের ঘরে চলে যান। অনেকক্ষণ পরেও ওই ব্যক্তি নিচে না আসায় তাঁর পরিবারের লোকজন ডাকাডাকি শুরু করেন। কোনওরকম সাড়া না পাওয়ায় ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে গিয়ে দেখেন পাখার সঙ্গে বুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন ওই ব্যক্তি। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি ওই

ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। তবে, কি কারণে এই অস্বাভ্যতা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রবিবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রবিবার ৫৮ তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হবে। ধনধান্যে অতিটেরিয়ামে মূল অনুষ্ঠান দুপুর বারোটায়। এই অনুষ্ঠানে আয়োজক জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতর। পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এই কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধক।

প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন খাদ্য ও সর্ববরাহ বিভাগের মন্ত্রী রথীন ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। এছাড়াও বন বিভাগ, স্বনির্ভর দফতর ও স্বনিযুক্তি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী(স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত) বীরবাহা হাঁসদা। সেইসঙ্গে বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেষতক নির্মল ঘোষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সিদ্ধিকুন্লাহ চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

চা উৎপাদন মার খাচ্ছে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র দেশ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : ২০২৪ সালের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি-জুলাই) দেশের চা উৎপাদন যে কোনও সাধারণ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছে। এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের মন্দা ছিল আরও গুরুতর। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ) এ ব্যাপারে তার উল্লেখ প্রকাশ করলেও, ছোট চা চাষীরা চা বোর্ডকে চা তোলার শেষ তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেছে, বিশেষ করে বাংলার জন্য। শনিবার চা বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, পরিসংখ্যান অনুসারে জাতীয়ভাবে উৎপাদন ১৬.৪ কমে, ৮৫.৮ মিলিয়ন কেজি হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি-জুলাই পর্যন্ত মোট উৎপাদন ছিল ৫৫২ মিলিয়ন কেজি, ২০২৬ সালের একই সময়ে এই পরিমাণ ছিল ৬৬৮ মিলিয়ন কেজি। পশ্চিমবঙ্গের হ্রাস ছিল ৬৯.৫ মিলিয়ন কেজি, এটি আগের বছরের তুলনায় ২০.৮ কম এবং সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। ২০২৬ সালের প্রথম সাত মাসে পশ্চিমবঙ্গের চা উৎপাদন ছিল ১৯০ মিলিয়ন কেজি এটি ২০২৪ সালে ১৫০ মিলিয়ন কেজিতে নেমে এসেছে। সামগ্রিকভাবে, উত্তর ভারতে চা উৎপাদন ১৪.৬ কমেছে। অসমে, উৎপাদন ১১.৭ কমেছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে সিচিটিস চায়ে। উত্তর ভারতে, প্রথাগত চা উৎপাদনে সামান্য উন্নতি হয়েছে। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের (আইটিএ) স্যোরম্যান হেমন্ত বান্দুর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে অ্যাসোসিয়েশন ফসলের ক্ষতি নিয়ে চিন্তিত। তিনি বলেছেন, “মূল্য আদায়ে সামান্য উন্নতি হবে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ পূরণ করা যাবে না। কঠোর নির্দেশিকা অনুসরণ করে কীটনাশকের কিছু অণুর ব্যবহার কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনও এই হ্রাসের জন্য দায়ী। তিনি জানান, “আমাদের এই সত্য নিয়ে জানতে হবে যে সারে রাসায়নিক ব্যবহার ক্রমেই কমবে। আইটিএ ফুড সেক্টর (এফএসএসএআই)-এর নির্দেশিকা মেনে চলতে চিআরএ (চা গবেষণা সমিতি)-এর সাথে কাজ করছে। বিজয় গোপাল চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, চা বোর্ড ইতিমধ্যে একটি আদেশ জারি করে জানিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের ডুয়র্স এবং তরাই অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত উৎপাদন ইউনিটের জন্য সবুজ পাতা তোলার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। অন্যদিকে, বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেছেন, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উত্তরবঙ্গের ছোট চা চাষীদের এই বছর এ পর্যন্ত ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

গণেশ চতুর্থীতে ফেসবুকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে দেশজুড়ে চলছে উৎসব। এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও মহা ধুমধামের মধ্যেই তা পালিত হচ্ছে। নগর কলকাতায় সর্বাধিক পূজো কলকাতা বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট - বলে অধিক পরিচিত বড়বাজার অঞ্চলে। প্রতিটি দোকানেই যথারীতি নিয়মমাফিক এই আয়োজন। সিদ্ধিনাতার আরাধনা চলছে সর্বত্র। গণেশের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। মিত্তিমুখ ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার তাঁর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে সকলকে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর স্মরণানুষ্ঠান

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে একাধিক পুরস্কার বিজয়ী স্নানামধন্য চলচ্চিত্র পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর স্মরণে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক বিশেষ স্মরণসভার আয়োজন করে জয়গান সোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। প্রয়াত উৎপলেন্দুবাবুর প্রতি - শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে গান - কবিতাপাঠ - বক্তৃতা সভা এমন কোলোজের মাধ্যমেই তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে। তিউ জমে অনুগামীদের। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই বিশেষ স্মরণসভার উদ্বোধন করবেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজনে তাঁর গুণমুগ্ধরা। দর্শকাসনে উপস্থিতিও ছিল বেশ ভালো। উদ্বোধনী পর্বে গান পরিবেশন

করেন সঙ্গীত শিল্পী সংহতি দাস। শ্রদ্ধা ও স্মরণে আয়োজিত স্মরণ অনুষ্ঠান দুই ঘণ্টা ধরে চলে। এই স্মরণসভা আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে গর্বিত বলে মনে করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মণ্ডল। উদ্বোধনী পর্বের অনুষ্ঠানে -

- কলকাতার মহানাগরিক তাঁর

প্রতিকৃতিতে আলোদান করেন।

এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তিনি। উদ্যোক্তাদের কাছে জানার পর স্মরণসভায় তিনি স্মৃতিচারণ করে জানান, স্নানামধন্য চলচ্চিত্র পরিচালকের নামে ও তাঁর স্মৃতিতে আর্কিহিত গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে ঠাঁই হবে একাধিক সামগ্রী। আর এখানে রয়েছে দেশ ও বিদেশের পুরস্কারের ডালি। আন্তর্জাতিক ও জাতীয়স্তরের বিভিন্ন শিরোপা। তাঁর একদা

সহকারী পরিচালক ডঃ অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। উদ্যোক্তাদের কাছে তা বিস্তারিত জেনে এ বিষয়ে আশ্বাসও দিয়েছেন কলকাতার মেয়র। এদিকে, প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালকের নিকট আত্মীয় তথা পারিবারিক সম্পর্কে মেজবৌদি নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী ও ভগ্নী বৈশাখী চক্রবর্তী কবিতা পাঠ করেন। অভিন্ন হৃদয় বন্ধু মেহময় চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সিনেমা ফেডারেশন এর तरफে বিমল দেব, বর্ষাীনা চলচ্চিত্র পরিচালক সুশান্ত পাল চৌধুরি প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি অগণ পর্বেই তিনি স্মৃতিতর্পণ করেছেন। স্মরণ সভায় শ্রী ঘোষ

জানান, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর প্রতি সদন্তকারণেই বিশেষ শ্রদ্ধা জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সূত্রেই চলতি বছরে আগামী চলচ্চিত্র উৎসবে চোখ বা ময়নাতদন্ত তাঁর পরিচালিত ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর দ্বিতীয় মৃত্যুদিনের দিনে রাজ্যের সমাপ্তি রায় তথ্যচিত্রটি দেখানো হবে। সেই সুযোগ থাকছে দর্শক সাধারণের জন্য। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় পীতম ভট্টাচার্য। এরপর সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী হৈমন্তী রায় ঠাকুর। পরিশেষে, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক কিংসল্য প্রমোদ ও কোষাধ্যক্ষ অরিজিৎ দত্ত, এছাড়াও কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যরাও স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কঠিন বর্জ্য ও নিরাপদ নিষ্কাশন প্রকল্পের ফেকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর কাজ পরিদর্শনে ইউনিসেফের প্রতিনিধি দল

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৭ সেপ্টেম্বরঃ কঠিন বর্জ্য ও নিরাপদ নিষ্কাশন প্রকল্পের মাধ্যমে ফেকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর কাজ পরিদর্শন করলেন ইউনিসেফের প্রতিনিধি দল। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ হতে উলুবেড়িয়া ১৩২নং ব্লক, শ্যামপুর ১৩২নং ব্লক, আমতা ১৩২নং ব্লক,উদয়নারায়নপুর ,ও বাগান ১৩২নং ব্লকের একাধিক জায়গায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে ফেলে দেওয়া জিনিস পত্র কে পুনরায় পরিবেশ উপযোগী করে তোলা ও জৈবসার তৈরি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যাবে। পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন

রাখতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য মিশন নির্মল বাংলা নামে স্বচ্ছতার কাজ চলছে। আমতা ২নং ব্লকের বামাটিয়ায় কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে এসেছিলেন ইউনিসেফের প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দল কাজের অগ্রগতি ও আনুষঙ্গিক উপকরণ ও ব্যবহার সহ নানান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং কাজের অগ্রগতিতে খুব খুশি। পরিবেশ উপযুক্ত এই মিশন নির্মল বাংলার কাজ সর্বত্রই চালু হবার পর গ্রামীনা যেমন জৈবসার তৈরি হবে তেমনি ভাবে সেগুলাে চাষের কাজের জন্য বিক্রি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যাবে এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যাবে। পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন



ইউনিসেফের ভারতীয় প্রধান পাওলাশ ওয়ার্কেন, আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের প্রকল্প বিশেষজ্ঞ সুজয় মজুমদার, ইউনিসেফের প্রতিনিধি মনীশ আছজা, ইউনিসেফের রাজ্যের ও

জেলার প্রতিনিধি প্রভাস ভারতী,আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাষক মানুষ কুমার মন্ডল,এন জি ওর পক্ষ দীপ প্রামাণিক সহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তা।

হুগলির শ্রীরামপুরের মহিলা মিলন চক্র সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করে চিঠি

বনস্পতি দে, হুগলি, ৭ সেপ্টেম্বরঃ আবারও এক পুজো কমিটির অনুদান প্রত্যাখ্যান। আরজি করের ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে তবেই আগামী বছরে অনুদান নেওয়া হবে, এ কথা জানিয়ে দিল মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটি। হুগলির শ্রীরামপুরের মহিলা মিলন চক্র সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করার কথা জানিয়ে মহকুমা শাসককে চিঠি লিখেছে ইতিমধ্যেই। কমিটির প্যাডে লিখে শ্রীরামপুর থানাতোও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৈদ্যবাটি পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে শ্রীরামপুর নগরায়োড এলাকায় হয় এই পুজো। পুজো কমিটির সভাপতি তপতী মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা তো মায়ের জাত। আমাদের কাছে মেয়ের সুরক্ষা সবথেকে আগে। আমরা মনে করি হাসপাতাল হল সব থেকে নিরাপদ জায়গা। আর সেই হাসপাতালেই যদি এই ধরনের



নারকীয় ঘটনা ঘটে একজন মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে, তাহলে তার প্রতিবাদ করতেই হয়। তিনি আরও জানান, এবার সরকারের দেওয়া অনুদান নেওয়া হচ্ছে না। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে, পরেরবার অনুদান নেওয়া হবে কি না, তা ভাবা হবে। পুজো কমিটির সদস্য মহালক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় বলেন, যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয়েছে আরজি করে,

আমরা মহিলারা তার প্রতিবাদ করবই। সরকারি অনুদান চাই না, আমরা চাই বিচার। এর আগে হুগলির উত্তরপাড়ার তিনটি পুজা কমিটি ও কোমর্গরের একটি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজ্যের আরও একাধিক জায়গায় অনেক কমিটিই অনুদান ফিরিয়ে দিয়েছে। এমনকী কলকাতার এক জনপ্রিয় ক্লাবও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সেন্ট থমাস স্কুলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু স্পোর্টস অ্যাকাডেমির

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বরঃ বৃহস্পতিবার খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হল বিশপ ক্যানিং- আর্টেজ স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। এই অনুষ্ঠানে বিশপ ক্যানিং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিশিষ্ট ফুটবলার হোসে য়ামিরেজ ব্যারেটো, কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদ (ক্রীড়া) দেবাশিষ কুমার, বিশিষ্ট শিক্ষপতি সুরেশ শেঠিয়া, ইস্টার্ন রেলের মুখ্য জনসংযোগ অফিসার কৌশিক মিত্র, খিদিরপুর সেন্ট থমাস স্কুলের প্রিন্সিপাল সুমন বিশ্বাস প্রমুখ। আর্টেজ স্পোর্টসের তরফ থেকে মঞ্চে ছিলেন জয়দীপ মুখার্জি। এই

অ্যাকাডেমির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হলেন উগলাস। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্যারেটো বলেন, কলকাতা এলে আমি নস্টালজিক হয়ে পড়ি। বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস। উগলাস কিন্তু খুব ভালো শিক্ষক। খেলোয়াড়ী জীবনে দেখেছি জুনিয়রের দারুন ভাবে গাইড করতে। ওর তত্ত্বাবধানে নিশ্চয়ই নবীন প্রতিভা উঠে আসবে। উগলাস বলেছেন, ফুটবলের জন্য কাজ করার এটাই বোধ হয় সেরা সুযোগ। এর আগে আমি মোহনবাগানের দুর্গাপুর অ্যাকাডেমিতে কোচ হিসেবে কাজ করেছি। দীপক টাংরি তখন মোহনবাগানের অ্যাকাডেমিতে ছিল।

ঈশ্বর চেয়েছেন বলেই আবার কলকাতায় ফিরতে পারলাম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়দীপ মুখার্জি বলেন ৬-৪ মাস অপেক্ষা করুন। এই অ্যাকাডেমির সুফল বাংলার ফুটবল পাবেই। বিশপ ক্যানিং জানিয়েছেন, এই আকাডেমি অদূর ভবিষ্যতে শুধু স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

হৃদয়ঙ্গর পরিবার থেকে উঠে আসা তরুণ প্রতিবাদের গ্রাম-গঞ্জ থেকে চ্যান করে আমরা এই অ্যাকাডেমিতে নিয়ে আসব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলিত হন ব্যারেটো সহ উপস্থিত অতিথিরা।

‘অপরাজিতা বিল’ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠিতে ১৩-দফা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বরঃ ‘‘এক তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যায় যখন জনসমাজ ক্রোধ ও শোকে উত্তাল, সেই অস্থির সময়ে, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে এই বিল পাশ করা হল। যে কোনও আইন পাশ করার আগে তার খসড়া প্রকাশ করা, নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনা করার দীর্ঘ প্রথা চলে আসছে। রাজ্য সরকার তা করেনি, যা অগণতান্ত্রিক। এতে আমরা আশাহত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবে চিঠি দিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের সুপরিচিত মহিলারা। চিঠিতে লিখেছেন, ‘অপরাজিতা বিল’ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ সৌজন্দারি আইন সংশোধন) বিল, ২০২৪,’ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হল ৬ সেপ্টেম্বর, মাত্র এক দিনের মধ্যে। এই বিল-এর নামে ‘অপরাজিতা’ শব্দটির প্রয়োগ অসঙ্গত। ধর্ষণ, অ্যাসিড আক্রমণ, হত্যা বা অন্যান্য জঘন্য অপরাধের প্রেক্ষিতে কোনও কাব্যিক শব্দের প্রয়োগ হিসাবে লঘু করে দেখাতে পারে। আইনের নামকরণের একটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রথা রয়েছে। তা থেকে রাজ্য সরকারের অকারণ এবং অসঙ্গত বিত্তু রয়েছে। আমরা অসন্তুষ্ট।নামকরণে এমন বিভ্রান্তির জন্যও এই বিল-এ ধর্ষিত মেয়েদের পরে ‘ভিস্টিম’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে, ‘সারভাইভার’ শব্দটির উল্লেখ করা হয়নি, এমনকি যাঁরা ধর্ষণের পর ন্যায়ের জন্য লড়াই করেছে, সেই মেয়েদের জন্যও নয়। এতে আমরা হতাশ।এই আইনের নামকরণে ‘মহিলা ও শিশু’ একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে মেয়েদের স্বাধীন সত্তা ব্যাহত হয়েছে, মাতৃত্বকে নারীব্বের প্রধান আধার বলে দেখানো হয়েছে। এতে আমরা বিচলিত। আমরা মনে করি, বিলে ‘উওয়ান’ শব্দটির পরিবর্তে ‘উইমেন’ ব্যবহার করা উচিত। এই বিল-এ রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (২০২৬) ট্রান্স ও কুইয়ের মানুষদের উপর যৌন আক্রমণ বিষয়ে নীরব, এবং রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইনে (ট্রান্সজেন্ডার পাবলিন প্রোটেকশন অফ রাইটস অ্যাক্ট, ২০১৯) এই ব্যক্তিদের উপর যৌন অপরাধের সাজা সর্বোচ্চ দু’বছরের কারাদণ্ড। এই সময়ে রাজ্যের সংশোধনে এ বিষয়টি আনলে রূপান্তরকামীদের উপর হিংসার যথাযথ প্রতিকারের সম্ভাবনা ছিল। এই সুযোগ গ্রহণ করা হল না, তা আমরা লক্ষ্য করছি। এই বিল ধর্ষণ প্রতিরোধের উপায় রূপে প্রধানত গ্রহণ করেছে শাস্তির কঠোরতার বৃদ্ধিকে। প্রতিটি অপরাধের ন্যূনতম শাস্তি বাড়ানো হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু বলছে, শাস্তি যত কঠোর হয়, অপরাধী ব্যস্তু হওয়ার হার তত কমে। তাই আমরা উদ্বিগ্ন।এই বিল-এ ধর্ষণ ও হত্যার (অথবা আঘাতের ফলে চেনতা হারিয়ে জড় অবস্থায় চলে যাওয়া) একমাত্র শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে প্রাদণ্ড ও জরিমানা। এটা অসংবিধানিক। সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বৈধ ১৯৮৬ সালের একটি রায়ে বলেছে যে, কোনও অপরাধের ক্ষেত্রেই ফাঁসি একমাত্র সাজা হতে পারে না। তাই আমরা

বিস্মিত। ধর্ষণ ও যৌন নিগ্রহের বিচারের জন্য স্পেশাল কোর্ট তৈরির প্রস্তাবে আমরা আশ্বস্ত হতে পারছি না। আমরা দেখছি, পকসো-সহ বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল কোর্টের অনেকগুলির পরিকাঠামো, অর্থবল এবং লোকবল সাধারণ আদালতের চাইতে কম। প্রায়ই আইনের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিচার শেষ হয় না। তেমনই, স্পেশাল টাস্ক ফোর্সও কার্যকর হবে না, যদি না যথেষ্ট সংখ্যায় দক্ষ কর্মী এবং যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। সংহতির অভাব থাকবে কি না, সে চিন্তাও থাকবে। জেলাস্তরে এক একজন ইন্সপেক্ট অফাই অতিরিক্ত মালারায় ভারাক্রান্ত। কাজের ভার আরও বাড়ালে অভিযোগ নথিভুক্তি কমার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এই বিল (ধারা ২৯সি, ৩ ও ৪) বলছে, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তদন্তে নেমে মৌখিক ভাবে বা লিখিত ভাবে যে ব্যক্তির কাছে সহায়তা চাইবে, তাহেই অবিলম্বে সাহায্য করতে হবে। না হলে তার জেল, জরিমানা হবে। কে সহায়তা দানে বা সাক্ষ্য দানে ‘অনিচ্ছুক’ তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা কোন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের মতো একটি তদন্ত সংস্থাকে দেওয়া হবে? কেবল আদালতের ক্ষমতা রয়েছে সমন পাঠানোর, এবং তা অগ্রাহ্য করলে শাস্তি দেওয়ার। এই বিল-এ ধর্ষণের তদন্তের সময়সীমা ৬০ দিন থেকে ২১ দিন করা হয়েছে। আগের ৬০ দিনের সময়সীমা আইনের সুসংহত ধারণা থেকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

গোসাবায় নদী বাঁধে ধস, এলাকায় আতঙ্ক

গোসাবা, ৭ সেপ্টেম্বরঃ আচমকা নদী বাঁধে ধস নামায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোসাবার পাখিরালয় গ্রামে। রাণ্ডবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাখিরালয় গ্রামে শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ গোমর নদীর বাঁধে প্রথমবার ধস নামে। সাথে সাথেই গ্রামের মাঝিযজন সেই বাঁধ মেরামতিতে হাত লাগান। খবর পেয়ে সেচ দফতরের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে এসে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেন। শুক্রবার রাত তিনটে পর্যন্ত নদীবাঁধ মেরামতি করে গ্রামে জল ঢোকার পথ বন্ধ করেন তারা। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যে পুনরায় সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট এলাকা জুড়ে পুনরায় ধস নামে। শনিবার সকালে ফের সেচ দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেন। গ্রামে জল ঢোকা বন্ধ

করতে ধসের পিছনেই রিং বাঁধ নির্মাণের কাজ ও শুরু হয়েছে। রিং বাঁধের ফলে তিনটি বাড়ি সেই বাঁধের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি বাধে বাধে এই এলাকায় বাঁধ ভাঙছে। কিন্তু প্রশাসন সে বিষয়ে কোন উদ্যোগই নিচ্ছে না কেংক্রিটের বাঁধ তৈরি। স্থানীয় বাসিন্দা মনোহার বাছার, বিশাখা সর্দারীরা বলেন, ‘‘ বাধে বাধে বাঁধ ভাঙছে। কিন্তু প্রশাসন কিছুই করছে না। মাটির বাঁধ এই এলাকায় টিকবে না। শক্তপোক্ত কেংক্রিটের বাঁধ চাই। কিন্তু সেই বাঁধ নির্মাণের কোন উদ্যোগই দেখছি না। বাধে বাধে আমাদের জমি জায়গা, ঘর সবই একের পর এক নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য তথা দক্ষিণ ২৪ পরনান জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডল বলেন, ‘‘ সুন্দরবনের এই

জলপথকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে ব্যবহার করছে কেন্দ্র সরকার। অথচ এই এলাকার বাঁধ মেরামতির জন্য কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। জাতীয় সড়ক যদি কেন্দ্র মেরামত করে তাহলে এই আন্তর্জাতিক জলপথ কেন মেরামত করবে না? এদিকে ১০০ দিনের টাকাও দিচ্ছে না। তাহলে দিচ্ছে এই বাঁধ কেংক্রিটের বাঁধ হবে? গোসাবার বিডিও বিশ্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘‘ শুক্রবার রাতে বাঁধে ধস নেমেছিল। সাথে সাথে মেরামতি করা হয়। কিন্তু রাতে দিবে আবারও একবার ধস নামে। দিবে গ্রামে কোভাবোই জল ঢোকেনি। সেচ দফতরের কর্মীরা দ্রুত বাঁধ মেরামতির কাজ করছেন। আপাতত বিপর্যয় সামলে দেওয়া গেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৭৯ সংখ্যা, রবিবার ২২ ভাদ্র, ১৪৩১

বাঙালি সুরকার সলিল

সলিল চৌধুরী বৈচিত্রে সবাইকে অবাক করে দেয়। সলিল চৌধুরী এ দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকদের মধ্যে এক জন। গানের কথা, সুর, চলচ্চিত্রের নেপথ্য সঙ্গীত, সবেতেই তিনি এমন উদাহরণ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সলিল চৌধুরীর জনপ্রিয়তা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সব বড় শিল্পীই যে বেঁচে থাকতে প্রভুত জনপ্রিয় হন বা সারা জীবন সমান ভাবে জনপ্রিয় থাকেন, তা নয়। চড়াই-উতরাই সময় ও জীবনের ধর্ম, কেউ তা এড়াতে পারেন না। কিন্তু, অপরিমিত এবং অপরিচিত সৃষ্টিশীলতার অধিকারী মানুষেরা নতুন প্রজন্মকে, ভবিষ্যৎকে উদ্ভূত করেন নতুন নতুন সৃষ্টির পথে যেতো। এই যে নতুন নতুন রাস্তার দিক নির্দেশ করা, নিজের একটা স্টাইল, একটা ব্র্যান্ড, একটা ছাপ, অন্য একটা পথের সন্ধান। এ সব এক জনকে মহত্বের প্রতিভা বলে প্রমাণ করে। শচীন দেব বর্মন মহাশয় নিজের সন্তান রাখল দেব বর্মনের ব্যাপারে খানিকটা আক্ষেপ করেন সলিলবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন বলে শুনেছি। কারণ, রাখল দেবের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ। তাঁর ছেলেকে যেন সলিলবাবু একটু বোঝান। রাখল সলিলবাবুর কথা বেশি শোনে, তার কথা শুনতে চায় না। শোনা যায়, সলিল উত্তরে বলেছিলেন যে, রাখল তার নিজের রাস্তা খুঁজে বার করে নেবে, নতুন করে ভাবনাচিন্তার এটাই পথ, আর বলেছিলেন যে, যদি এক জন মহান সুরকার অর্থাৎ শচীন দেব বর্মন নিজে ভাটিয়ালি গানের সুরে হিন্দি ফিল্মের জগৎকে তোলপাড় করতে পারেন, রাখলও তার সুর দিয়ে চেষ্টা করবে। একই সা রে গা মা পা ধা নি দিয়ে কত রকমের ম্যাজিক করে ফেলা যায়। মনে হয় সবটাই নতুন। আর সেই সৃষ্টি যখন ভবিষ্যতে অনেক সৃষ্টিশীল মানুষের জন্ম দেয়, তখনই তার আসল সার্থকতা। অন্য দিকে, জনপ্রিয়তা বলতে আমরা যা বুঝি, সেটা সময়ের দাস। আজ আছে কাল নেই। খানিকটা সচেতন প্রায় সবটাই অচেতন মনের ভাল লাগার প্রকাশ। তাই ‘গণ’ আর ‘কৃষ্টি’, দুটো কথা একসঙ্গে উচ্চারণ করা শক্ত। সময়কে পেরিয়ে যাওয়াটা সৃষ্টির আসল ক্ষমতা। আর সে পেরিয়ে যাওয়াটা হয় নিঃশব্দে, কোনও হাততালি বাজে না। নতুন সৃষ্টিকর্তা তাঁর সময়ে সশক্ত করতালির উগ্রাপ উপভোগ করেন সত্যি, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি কালজয়ী হবে কি না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। ভীষ্মেনে জেগী যখন সুযোগ পেছেন, তখন গান গাইতে যাওয়ার আগে আমির খাঁ-এর গানের রেকর্ডিং শুনতেন। এক বার একটি ঘরোয়া আদরে তাকে প্রশ্ন করা হয়, কার গান তাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করে, তিনি বলেছিলেন, কেন, আপনারা বুঝতে পারেন না, আমি আমির খাঁর গান দিয়ে কতটা প্রভাবিত? সত্যি শ্রোতার বুঝতে পারেননি, অর্থাৎ এই যে প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারটা, সেটা ভীষণ ব্যক্তিগত, সুভাীর এবং সাধারণ বৃদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা চলে না। রাখল দেব বর্মন সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা শচীন দেবের আপাত আক্ষেপ থেকে বের হয়ে ছিল বলা যেতে পারে।

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কবিয়াল

কবিয়াল এন্টনি ফিরিঙ্গি-র নাম অনেকই জানেন তাঁর আসল নাম ছিল হ্যাম্পমিথ এন্টনি, এক ভারতীয় পোর্তুগীজ। লোকমুখে প্রচলন আছে যে তিনি বাংলা ভাষায় এতো দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, তাৎক্ষণিক কবিতা লিখে কবিগান গাইতে পারতেন। তাঁর বাবা পর্তুগীজ এবং মা বাঙালি ছিলেন। এন্টনি ফিরিঙ্গি বা বিদেশী অ্যান্টনি, বাংলা ভাষার কবিগান গায়ক-লেবক এবং পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত লোক কবি ছিলেন যা বাঙালি ভক্তিতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার জন্য পরিচিত ছিল ১৯ শতকের গোড়ার দিকে তিনি কবিগান রচয়িতা নামে পরিচিত সাহিত্যিক ও যাত্রা অভিনেতাদের মধ্যেও ব্যক্তি পেয়েছিলেন। কবিগানের মাধমে সমাজের নানাবিধ অসমতার বিধেও প্রতিক্রিয়া দিয়ে ওঠেন। বঙ্কলাল আগের কথা, সারা ভারত জুড়ে চলছে ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার। মা কালী তখন বসিতে শ্মশানে। তখন তিনি শ্মশান কালীরূপে পরিচিত। সে সময় গঙ্গা বয়ে চলত আজকের সেস্ট্রাল আভিনিউয়ের ওপর দিয়ে। গঙ্গার পাশেই গা হুমছমে গভীর অরণ্য। দিনেও যেতে ভয় পেত মানুষ। অরণ্যের মধ্যেই এক মহাশ্মশান। সেই মহাশ্মশানে একটা ছোট্ট চালাখর। চালাখরেই শিবলিঙ্গের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন দেবী কালিকা। শ্মশানবালাই হলেও দেবীর নাম সিদ্ধেশ্বরী। কালের বিবর্তনে সেস্ট্রাল আভিনিউ ছেড়ে গঙ্গা গেল সরে। জব চার্নক এলেন। গোড়াপত্তন হল কলকাতা নগরীর। নির্জনতা কমতে লাগল। যানবাহন চলল শহরের বুকে চিরে। গাড়ে উঠল বসতি। বাড়তে লাগল ফিরিসিঙ্গির বসবাস। আবির্ভাব ঘটল খ্রিস্টান কবিয়াল এন্টনি। প্রায়ই আসতেন শ্মশারের চালাখরে। প্রাণ উজাড় করে গাইতেন। এন্টনির বাবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় আগমন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগর শহরে ফারাসভাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। পুত্র এন্টনি বাংলা ভাষায় পারদর্শীতা অর্জন করেন। ফিরিঙ্গি এন্টনি নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে, ভারতবর্ষের প্রথম কলোনিয়াল উপনিবেশিক দের কথা জানা গেল। ফিরিঙ্গি এন্টনি ‘সৌদামিনী’ নামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে, অ্যান্টনি বাংলা ভাষা শিখতে আগ্রহ থাকায়, কালী ও দুর্গার দেবদেবীর প্রতি ভক্তদের জন্য প্রচুর উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় সংগীত রচনা করেছিলেন। দুর্গাপূজার বাঙালি শারদীয় উত্সব উপলক্ষে দেবী দুর্গার তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতে ফিরে আসার উদ্দ্যাপনে তিনি তাঁর আগমনী গানের জন্য খ্যাতমান হয়েছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



মুখের কথার মধ্যে শক্তি রাখতে হবে। যিনি তা করতে পারেন তিনি জগতকে জয় করতে পারেন। মুখে কথার ওপরে জগতযা চলে।

শারীরিক শক্তির ওপরে জগতটা চলে। মুখ আর শারীরিক শক্তি না থাকলে দুর্বল হয়ে পড়তে হয় দুর্বলকে পরাস্ত করা অতি সহজ। আর সবলকে পরাস্ত করা যায় না। সবলকে পরাস্ত করতে গেলে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধ ছাড়া সবল পরাস্ত হয় না। যুদ্ধে সবলদের জয় নিশ্চিত। এই কারণে শক্তি অর্জন করতে হবে। সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত সম্ভব।

ভগিনী নিবেদিতা নরন



ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন কুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষ্য পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগতের সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন।

বাংলার নবজাগরণের সময়েই কলকাতা শহরের নব্য বাবু সমাজের বিলাসিতার জন্য বাইজিদের আগমন ঘটতে থাকে

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাইজিরা ছিলেন এক একজন জাত শিল্পী। জ্ঞানী, পণ্ডিত, বহু গুণের পারদর্শী। জীবনকে তারা অনেকভাবে দেখেছেন এবং যন্ত্রণা অনুভব করে তবেই তওয়ায়েফ হয়েছেন। অনেক কঠিন পরিশ্রম করে শিল্পের বিশুদ্ধতার পরীক্ষায় পাশ করেই তবেই রাজসভায় বা প্রমোদ ভবনে গায়িকা বা নর্তকীর হওয়ার অনুমোদন লাভ করতেন। বাইজিরা জীবিকার জন্য এবং মানুষকে বিশুদ্ধ আনন্দ দেওয়ার জন্য তাঁদের এই অপম্য ও নিবিদ্ধ জেনেও তাদের কঠে তুলে দেওয়া হয়েছিল উচ্চতর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মুচ্ছনা। নিজেদের জাত -ধর্ম, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে ছোট বেলা থেকেই বহু তালিমের পর এবং বহু পরিশ্রম করার পরে তাদের প্রমাণ করতে হতো যে তারা এক একজন জাত বাইজি। বাইজি হওয়াটা খুব সহজ ছিল না। বাইজি হতে চাইলে বাইজি হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। বহু গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং নৃত্য অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরই তারা বাইজি হওয়ার স্বীকৃতি লাভ করতো। তারা প্রথম থেকেই সাধারণ পতিতার থেকে বহু দূরে অবস্থান করার প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতো। তারা সারা রাত ধরে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশন করলেও দেহদান করতো না। এটা তাদের রুচি বিপ্লব কাজ ছিল। তবে কেউ কেউ অর্থের লোভে তাঁর বিক্রি করতে বাধ্য হতো। ভারতীয় সঙ্গীত এবং নৃত্য শিল্প এদের হাত ধরেই সমৃদ্ধ হয়েছিল। এলাহাবাদ, লখনউ, কানপুর, আগ্রা, দিল্লি, বারাণসীর মতো ভারতের প্রাচীন শহর ছেড়ে বাইজিদের কলকাতায় আসার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কলকাতা তখন আর্থিক লেনদেনের প্রধান কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। আঠারো শতকের শেষের দিকে বাইজিদের কলকাতায় আগমন ঘটতে থাকে। এর পরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তারা কলকাতাতেই বসবাস করতে শুরু করলে। তখন কলকাতা ভারতের সর্ব বৃহৎ শহর ও প্রধান বন্দর। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। লন্ডনের পরই কলকাতাকে তখন তাদের সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। বিভিন্ন মন্দির, ও প্রাসাদে পরিপূর্ণ কলকাতা শহর শিল্পের অন্যতম পীঠস্থান। অসাধারণ ওপনিবেশিক স্থাপত্যের

‘গুপ্তি গাইন বাঘা বাইন’-এর তপেন

বিশেষ প্রতিবেদক

সন্দেশ পত্রিকার সূচনা হয় শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাতে। আর সে পত্রিকাতেই তিনি লিখেছিলেন ‘গুপ্তি গাইন’ নামের এক কাহিনি। মজাদার সেই চরিত্রকে ফিল্মে পুনর্মিমাণ করেছিলেন তাইই সৌে সত্যজিৎ রায় ও প্রদৌত্র সন্দীপ রায়। আর সেখানে ‘গুপ্তী র চরিত্রে অভিনয় করে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ঢুকে পড়েছিলেন যিনি তাঁর নাম তপেন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে এ বার তাই ‘গুপ্তী’র গল্প।

দেখো যে নয়ন মেলো... এই গান গাওয়ার আগে ‘গাধা’র পিঠে চাপিয়ে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। ‘তৃতীয় সুর যষ্ঠ সুর, গুপ্তী চলল বহু দূর...।’ কিন্তু বেসুরো গুপ্তীর গলায় ভূতের রাজা সাজিয়ে দিয়েছিলেন সপ্ত সুরের বাহারা। আর তাতেই মজেছিল ‘আম বাংলা’। না মজেছিল নয়, মজে রয়েছে এখনও। শুধু কী গান, গুপ্তীর চরিত্রে সেই মানুষটির সাবলীল, অমায়িক ও নিরীহ অভিনয় যা চরিত্রটিকে করে তুলেছিল যৌরতর জীবন্ত, তাতেও ডুবেছিল বাঙালি। উপেন্দ্র কিশোরের কাহিনি নিয়ে সত্যজিৎ ছবি তৈরি করলেন, সেখানে ‘গুপ্তী’র নাম ভূমিকায় অভিনয় করে বাঙালিকে মতিয়ে দিয়ে ছিলেন তপেন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে অনুপ খোবালের গলায় গান আর ‘বাঘার’ ঢোলকের তাল। ‘গুপ্তী গাইন বাঘা বাইন’, হীরক রাজার দেশে’ এবং সন্দীপ রায়ের ‘গুপ্তী বাঘা ফিরে এল’ এই তিনটি ছবিতেই মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন তিনি, সবার রূপে ‘গুপ্তী’। তথ্যপঞ্জী বলবে, এর বাইরেও ‘মহানগর’, ‘সাদু যুধিষ্ঠিরের কচুড়া’, বা ‘ধন্য মেয়ের’ মতো ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তপেন, কিন্তু সে সব তো ‘গুপ্তী’র ওজ্জ্বলের কাছে ম্লান। কেশোর কাল তপেন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, কালীঘাটের

মাইশোর রোডের বাড়িতে। নলিনীরঞ্জন ও শোভনা দেবীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে তপেন ছিলেন তৃতীয়। তাঁরা তিন ভাই ও দুই বোন। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক তপেন রচ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রপথ বিদ্যাভবনে। ছোট থেকেই অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় তপেন প্রথম বঙ্কম পা দিলেন, নাটকের নাম ‘অচলায়তন’। ছোট চরিত্র হলেও



দর্শকের মনে দাগ কেটে গিয়েছিল তাঁর অভিনয়। শীতকালে বা পুজোর সময় সেই নাটকের জন্যই ডাক পড়ত তপেনের। পরে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের গ্রুপ থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার তপেন চট্টোপাধ্যায় খুব কম বয়সে এক সময়ে রাজস্থানের বিমানেরে চাকরি করতেন। সেখান কার জিপসাম মাইনস-এ রোজ দু’ টাকা দু’ আনা প্যাসিমিক মিলত। বছর দুই চাকরি করার পর অতঃপর কলকাতায় ফিরলেন তিনি। এসে এ বার যোগ দিলেন কবি বন্দ্যো পাধ্যায়ের নাটকের দলে। এতে বাবা নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বাথুই আপনিত ছিল, তবুও জ্যেতি মার উৎসাহে দিন চলতে থাকল গড়গড়িয়ে। তপেনের দুই কাকা কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়। চঞ্চলবাবুর পুরনো বন্ধু ছিলেন

থহের জীব। বাইজির জীবন ধারনের সঙ্গে সমাজ চলাফেরা করতো না। সমাজ এদেরকে বাইরে রেখে দিয়েছিল। থহণ করেনি। বিস্তর ঘৃণা অবজ্ঞা আর প্রবল তাচ্ছিল্যের মধ্যে দিয়ে কোঠেওয়ালিদের পথ চলতে হতো। দেকালের গোঁড়া নীতিমূলক সমাজের ঘোর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার সাহসও কারোর ছিল না। রীতিমতো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নৃত্য শিল্পী হলেও কেন বাইজি বলে অসম্মানজনক



তকমা তাদের গায়ে সঁটে দেওয়া হয়েছিল তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা একটি আলাদা সম্প্রদায় শ্রেণিবিভাজনের শিকার এটা তাদেরকে প্রতিটি পরিক্ষণে বুঝিয়ে দেওয়া হতো। বাইজিরা প্রত্যন্ত সমাজের অছ্যুত মানুষ হয়ে, কোঠেওয়ালি হয়েই রয়ে গেল। একজন বাইজিকে বিবাহ করে নিয়ে ভদ্র সমাজে তাঁকে নিয়ে সংসার পাতবে এমন বিবেকবান সংসাহসী মানুষ যে সুগে কোথায়? কোনও দিন ভদ্র সমাজে, দোকান-বাজারে, সংসার-পরিবারের মধ্যে তাদের স্থান হয়নি। বিবাহ করার স্বপ্ন দেখাও কোঠেওয়ালিদের বারণ ছিল। নিজেদের পণ্য এবং সেই মতো গাড়ে তোলাই ছিল তাদের একমাত্র মন্ত্র। মন দিয়ে তারা সেই কাজটি করতো। বাইজি, বারান্দা বা বারবনিতারা এক না হলেও সেই সময়ে কখনও কখনও তাদেরকে এক করে দেখা হতো। তবে খুব কম বাইজিরা বারবণিতা হতেন, তবে সবাই নয়। প্রতিটি বাইজির জীবন কাহিনী আলাদা। সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইজি

জীবন গড়ে তোলার সঙ্গে বহু গল্প জড়িয়ে থাকে। সেই সব গল্প হলেও তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সত্যের তথ্য যা রোমাঞ্চকর ও রূপকথার মতো লাগে। কিশোরী বয়স থেকে কোঠার মধ্যে থাকতে হয়। বড় বড় ওস্তাদদের কাছে দিনভর তালিম ছাড়া আর তাদের কোনও কিছু করার থাকে না। বাইরের জগত তখন তাদের কাছে ছোট হয়ে যায়। দশ বারো বছরের মেয়েদের জীবনের সব আনন্দ উৎসব কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নামজাদা বাইজি

হওয়ার একমাত্র লক্ষ্য তাদের। যত নাম তত টাকা। পণ্য হওয়ার লড়াই চলে। জলসখারের বাড়বাতিঁর নিচে আলোর রোশনাই আর টাকা একটা উদ্দামন ও ভ্রাস্ত সৃষ্টি করে। ছোট খুপড়ি ঘরের জালনা দিয়ে দিনের আলো রাতের জ্যোৎস্না এসে পড়লে তা অদেখা থেকে যায়। প্রতিটি রাতই ছিল কুক্ষপক্ষ। এই সব শ্রেণি নারীদের কাছ থেকে ভদ্র সমাজ দূরে থাকতো। সমাজে তারা রাতা হয়ে থাকতো। ইংরেজ আমলে মোঘল বা বাদশাহি আমল শেষ হলেও নটি প্রথা রয়ে গিয়েছিল এবং তা ক্রমশই উরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

পুরানো কলকাতার ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যাবে যে সেকালের বাবু বিলাস বা বাবু কালচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য আকর্ষণ স্থল হল বাইজি বা বাদ্ ন্যচের মহফিল। সেই সময়ে ব্রিটিশ সাহেবদের খুশি করার জন্য বাইজি আমদানি করা হতো ভিন বাক্য থেকে। আমোদ প্রমোদের আসরে মদের ফোয়ারা এবং খামাপিনার ব্যবস্থা ছিল অলেে। সঙ্গে বাদ্ ন্যচ ও টাকা খেলা লঠো রাতভর। এই সব বাবুরা দিনে

ঘুমিয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে, বুলবুলি লড়াই দেখে, পায়রা উড়িয়ে, সেতার এসরাজ বাজিয়ে, কবিতা পাঁচালি শুনে, রাতে বারান্দাদের নিয়ে বাগানবাড়িতে গীতিবাদ্য ও আমোদ করে দিন কাটাতো। নগর কলকাতার নাগরিক কালচার এটা ছিল। বিশেষ করে দুর্গাপুজাকে কেন্দ্র করে মোচ্ছব চলতো বেশ কয়েকদিন ধরে। জমিদার বা উচ্চবিত্ত বাবুদের দালান বা বাগানবাড়িতে উৎসবের ফোয়ারা ছুটতো।

উনিশ শতকে কলকাতা দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণ অংশে সাহেবরা বসবাস করতো তাকে বলা হতো ‘হোয়াইট টাউন’। বরা উত্তরে যে অংশে ভারতীয়া বসবাস করতো সেটাকে বলা হতো ‘ব্ল্যাক টাউন’। কলকাতায় তখন ব্রিটিশ ও ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে শহরের বাঙালিদের মধ্যে এক দ্বন্দ্বী নব্য বাবুশ্রেণির প্রকাশ ঘটে। এই সব বিস্ত্রশালী বাবুরা ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু, ইংরেজ শিক্ষায় অভ্যস্ত এবং ইংরেজদের একান্ত অনুগত ও নিলজ্জ্ঞ আঙ্গাবহক। পেশাগতভাবে এরা ছিলেন জমিদার বা তাদের পুষ্টপোষক এবং ইংরেজদের বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারি। বাইজিদের মাঝে মধ্যে কলকাতায় নিয়ে এসে মহফিল বা মজরা করানোর প্রথম দিকে মূল হোতা ছিল এই অর্ধশিক্ষিত দর্পী বাবু কালচারের বাবুরা। মুসলিম বাইজিদের নিয়ে কোনও ছুঁতামার্গ তাদের ছিল না। ফলে কলকাতায় বাইজিদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাইজি জীবিকার জন্য সেটাই প্রয়োজনিকার।

বাদ্ গান ও নাচ এক সময়ে ভারতীয়দের কাছে আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হতো। ধনী বাবুদের এই নিগে তাদের মন্থে রেযোরেশি ছিল। কারণ নামি দামি বাইজিদের বা তওয়ায়েফদের নিয়ে আসার বসালে রাজা মহারাজা, জমিদার এবং বাবুদের বাড়তি মর্দাদা, প্রতিপত্তি গৌরব বৃদ্ধি পেত। বাইজিদের ছোট কবর না দেখার কারণের মধ্যে বাংলা নবজাগরণকে ধরা যেতে পারে। নবজাগরণের মতো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল এই শহর কলকাতাতেই। ইংরেজদের রেনেসাঁশের ধারাকে বহন করে এই বাংলার নবজাগরণ শুরু। এটা মূলত খুব উঁচু ধরনের আন্দোলন ছিল। ভারতের মানুষ যখন ব্রিটিশ শাসনে কেনাকাঁসা তখন বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ পুরাতন ধ্যান ধারনাকে ত্যাগ করে নতুনভাবে জেগে ওঠার চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে

শুরু করে। যুক্তিবাদী চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কারগুলিকে পাল্টে ফেলার জন্য তাঁর আন্দোলন শুরু হয়। আধুনিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার করার উদ্যোগ থহণ করা হয়। বাংলায় নবজাগরণের ফলে হিন্দুজাতীয়তাবাদ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়। বাইজিদের কলকাতায় নিয়মিত আসাটাও আধুনিক চিন্তাধারাই ফলল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বাংলার এই জগরণ পুরোটাই শহর কেন্দ্রিক ছিল। গ্রাম বাংলার সঙ্গে এর কোনও যোগ ছিল না। সমাজের প্রাচীন নিয়ম কানুন ভেঙে মানুষ খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছিল। কত সংসার, কত জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে বাইজিদের করলে পড়ে। বহু মানুষ সর্বশাস্ত হয়েছে কলকাতায় নিয়মিত আসাটাও বাইজি সংস্কৃতি দুইটি পাশাপাশি চলতে থাকে শহর কলকাতায়। হিন্দু উচ্চবিত্ত মানুষদের বিনোদন দেওয়ার জন্য মুসলিম বাইজিদের আর অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। ১৭৭২ সালে কলকাতা ব্রিটিশ অধীনে ভারতের রাজধানী বলে ঘোষিত হয়। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির কলকাতা থেকে পরে দেশের রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানি দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৩১ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ভারতের রাজধানী কালাপাটকিও স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গণ আন্দোলন পরিণত হতে থাকে। ইংরেজ সরকার এই সময় থেকে ব্রিবহতে শুরু করে। যার ফলে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে কলকাতায় আর ভারতের রাজধানি রাখাটা ঠিক হবে না। তাই তারা দিল্লিতে রাজধানি নিয়ে চলে যেতে চায়। এর আর একটি কারণ রয়েছে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই এক সময়ে ব্রিটিশ সরকার থেকে দেশকে মুক্ত করার স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু। বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনের পূর্বেধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় যাকে বাংলা নবজাগরণের জনক বলা হয়। এছাড়াও সমাজ সংস্কারকা ছিলেন- রামতনু লাহিড়ী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, মাইকেল, অক্ষয়কুমার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সম্পাদক সমীপেষু শান্তিপুর নবদ্বীপ রেল

শান্তিপুর- নবদ্বীপের ছোটো রেলগাড়ি। দশমকা গত শতকের সত্তরের সময়। নবদ্বীপের গঙ্গার অপর পাড়ে স্বরূপগঞ্জ। এই স্বরূপগঞ্জেই ছিল ঝোপঝাড় আর বটের বাটের আশেবারে ভতর নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন। খেলনা বাড়ির মতো ছোটো লাল স্টেশন ঘরের সামনে সরু সরু দু-সারি রেললাইন। একটু দূরে গিয়ে মিলে গেছে একসঙ্গে। এ লাইনের দৌড় শান্তিপুর পর্যন্ত। মাঝে কৃষ্ণনগর সিটি জংশন। তার ও পাশে দিগনগর, এপাশে আমঘাটা আর মহেশগঞ্জ স্টেশন। এই হল আঠাশ কিলোমিটারের ছোট্ট এই রেল পথের গতিপথ।

সময়মতো পৌঁছে যেতে পারলে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত খয়েরি রঙের তিন কামরার রেলগাড়িটিকে। ইঞ্জিনের গায়ে, এখনও মনে পড়ে, লেখা থাকত বড়ো বড়ো দুটো ইংরেজি অক্ষর র ক্ট। আদতে মার্টিন কোম্পানির তৈরি এই রেলপথ স্বাধী নতার পরে ইস্টার্ন রেলওয়ের আন্ডারে চলে গিয়েছিল। আমাদের টিকিট কাটার বালাই ছিল না। স্কুল পালানো বন্ধুদের সঙ্গে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম ট্রেন ছাড়ার। আর ছাড়ামাত্র লাফিয়ে উঠতাম ট্রেনে। ঝিকুর ঝিকুর শব্দে বুনা গাছপালা আর বটের খুর ভেদ করে ট্রেন এসে পড়ত ফকির তলার, কৃষ্ণনগর যাওয়ার পাকা রাস্তায়। মহেশগঞ্জ বা আমঘাটা স্টেশনে পৌঁছোবার আগেই ট্রপ করে লাফিয়ে নেমে পড়তাম। ঘণ্টায় পনেরো কিলোমিটার ঘর সর্বোচ্চ গতি, সেই চলন্ত গাড়ি থেকে স্কুল বালকের চপ্পল লাফিয়ে নামা খুব কঠিন ছিল না। তার পর সারা দুপুর কোনো আমের বাগানে বা সরবে যে খেতের আল পথে জলঙ্গির পাড়ে পাড়ে কেটে যেত। ছোটো রেললাইনের পোশাকি নাম ন্যারো গেজ বা লাইট রেলওয়ে। বড়ো ট্রেনের দুই লাইনের

মাঝখানের যে দূরত্ব থাকেন তা অনেক কম। নবদ্বীপ ঘাট -শান্তিপুরের যেমন ছিল আড়াই ফুট। সমস্তল বাংলায় এই রেলের আর অস্তিত্ব নেই এখন। একমাত্র টিকে আছে দামোদ্রি হিমালয়ন রেলওয়ে, পাহাড়ি পথে, সমস্যাকীর্ণ হয়ে। ছোটোবেলার স্কুল পালানোর দিন গুলোর পরেও একটু বড়ো হয়ে সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে এই রেলে চেপে গিয়েছি শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর কিংবা কাছের কোনো থামে। দেংতাম, ধানের বস্তা, আলুর বুড়ি, বোঁচকা বুঁচকি, বউ-ছেলেপুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত যাত্রীদের জন্যে সেখানে মজুত থাকত হরেকরকম মজা। সে নানারকম কারসজি করা হকরই হোক, বহুদূরী কালী-দুর্গাই হোক বা ভুজুংভাজুং দেওয়া মাদুলি বিক্রোই হোক। যদিও তার অনেক আগে থেকেই ছোটো রেলের নানিধাস উভতে শুরু করেছিল। দেশের স্বাধীনতার পরে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নততর করতে এ গুলোকে ব্রতণ্ডেজে রূপান্তরের পরিকল্পনা হচ্ছিল। সড়ক ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মেটিরচালিত যানবাহনের বাড়বাড়ন্তুও এদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ডুলেছিল। তবু এসবের মধ্যেও নবদ্বীপ ঘাট-শান্তিপুর, বর্ধমান-কাটোয়া ও আহমেদপুর-কাটোয়া লাইন তিনটি বরাতজেরে একশ শতকের এক দশক পার করতে পেয়েছিল। ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চালু ছিল নবদ্বীপ ঘাট-শান্তিপুর লাইনের ছোটো রেলগাড়ি। তবে বড়োই অবলম্বন অসম্ভব। শেষের দুই-আড়াই দশক পুরানো স্টিম ইঞ্জিন আর খয়েরি কামরার জায়গা নিয়েছিল ডিজেলের রেল-বাস। তারও দেহভাঙা ছিল না। কৃষ্ণচূড়া, বাবলা কিংবা শিরীষ গাছের নীচে ছোটো ছোটো স্টেশনগুলো লোকাভাবে ধুলো মলিন আর ভগ্নপ্রায় হয়েছ।

আর জি কর ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবিতে সই সংগ্রহ অভিযান

দূরন্ত বার্তা, ৮ সেপ্টেম্বর : আর জি কর ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবিতে সই সংগ্রহ অভিযান জলপাইগুড়িতে সাধারণ ছাত্র ছাত্রী। এদিন তারা রাস্তায় নেমে জলপাইগুড়ির পোষ্ট অফিস মোড়ে পথ চলতি সাধারণ মানুষের কাছে সই সংগ্রহ করেন। তাদের তরফে স্নেহা দত্ত বলেন, আর আর জি করের ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবিতে সই সংগ্রহ করছি। সমস্ত সই সংগ্রহ করে প্রবান বিচারপতির কাছে পাঠানো হবে। আজকে বড় পোষ্ট অফিস মোড়ে চলছে। আগামী কয়েকদিন এই সই সংগ্রহ অভিযান চলবে বলে। তারা জানান। আমাদের দাবি এই নক্সারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেওয়া হোক। না হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর অ্যাকশ্যোনে তারা নামবেন বলেও হুশিয়ারি দেন।

অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে সিদ্ধিদাতার পূজো অর্চনায় ব্রতী

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি,আজ গণেশ চতুর্থী। অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে সিদ্ধিদাতার পূজো অর্চনায় ব্রতী হয়েছেন জলপাইগুড়িবাসী। শঙ্কধ্বনি, উলু, ঢাকের আওয়াজে মুখরিত হচ্ছে আকাশ বাতাস। জানান দিচ্ছে পূজো আসছে। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে শনিবার সকাল থেকেই পূজোয় মেতে উঠেছেন বিভিন্ন পূজো কমিটির সদস্যরা। অনেকে বারি মণিদের সু গুণবতাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গণেশ ঠাকুরকে। ঢাকের তালে লাড়ু, ফল, মিষ্টি ভোগ দিয়ে পূজো হচ্ছে সর্বত্র। শুক্রবার রাত্রে বেশ কয়েকটি বড় পূজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে আনন্দে মেতেছেন বিভিন্ন পূজো কমিটির সদস্যরা। জলপাইগুড়ি শহরের বা পূজোগুলোর মধ্যে অন্যতম ভূপতি গ্রুপের পূজো। এবার তারা কাল্পনিক মণিদেরর অনুকরণে পূজো মণ্ডপ তৈরি করছেন। শুক্রবার রাতেই পূজোর উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর তপন ব্যানার্জি সহ নিশিষ্টিজনেরা। এবারও বিশাল আকৃতির গণেশ মূর্তি তৈরি করে পূজো হচ্ছে এখানে। ভূপতি গ্রুপের পূজো দেখতে জলপাইগুড়ি রাত থেকেই ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

মুর্শিদাবাদে বেপরোয়া ডাম্পারের দৌরাড্য! চাকায় পিষ্ট এক চাষি

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর : ধানের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করতে যাওয়ার সময়ে ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক চাষির। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের শেরপুরের জীবন্তি রাজ্য সড়ক সংলগ্ন গঙ্গারামপুরের কাছে। মূতের নাম বজলুর রহমান। তার বাড়ি খড়গ্রাম থানার ক্ষমপুরে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে বজলুর বাইকে চড়ে চাষের জমির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাইকটির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বজলুরের। পুলিশ ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করেছে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ছিনতাইতে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুইপুলিশ কর্তা সহ ৬ জন গ্রেফতার

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ সেপ্টেম্বর : দিল্লির এক ব্যবসায়ীর এক এজেন্টের কাছ হতে জাতীয় সড়কে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছিনতাই করা হয় এক কোটি এক লক্ষ টাকা। আর এই ছিনতাই কান্ডে জড়িয়ে গেল দুই পুলিশ কর্তা। ছিনতাই এর ঘটনায় দুর্গাপুর পুলিশের কয়েক কর্তা আর সি আই ডি দুর্গাপুরের এক কর্তাকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও গ্রেফতার হয় পুলিশের কাজ থেকে বরখাস্ত এক কর্মী। মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান অভিযকে গুপ্তা। শনিবার তাদেরকে আদালতে তোলা হবে। ডিবি জানান এখন তদন্ত চলছে ,পুলিশ বলে ছাড় দেওয়া হবেনা। আইন আইনের পথেই চলবে।সকাল দুর্গাপুর উত্তাল এই ঘটনা নিয়ে ডিভিসি অভিযকে গুপ্তা বলেন দিল্লীর এক ব্যবসায়ী এক কোটি এক লক্ষ টাকা নিয়ে সড়কপথে কলকাতা যাচ্ছিল। সেই সময় ডিভিসি মোারে কাছে টাকা লুঠ করে যার মধ্যে ছিলেন দুই পুলিশ কর্তা। ডিভিসি বলেন দিল্লীর ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ ছিল যাদের তারাও ছিল এর মধ্যে। কোন টাকা উদ্ধার হয় নি। তদন্ত চলছে তবে ব্যবসায়ীর পরিচিত লোকেরা যুক্ত রয়েছে। আইন আইনের পথেই চলবে কাউকেই ছাড় দেওয়া হেে না।

গণেশ চতুর্থীতে আনন্দে মাতোয়ারা মুম্বই, উৎসবে সামিল সকলে

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর : গণেশ চতুর্থীতে উৎসব-আনন্দে মাতোয়ারা মুম্বই। মানুষের মুখে মুখে মুখরিত হচ্ছে গণপতি বাগ্না মৌরিয়া। মুম্বই তথা মহারাষ্ট্রে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে ১০-দিন ব্যাপী গণপতি উসব। এদিন উসবে সামিল হয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে গণপতি বাগ্নার আরাধনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমি গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই... মহারাষ্ট্রের রক্তসাপারথের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে... যুব সমাজ আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে...নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকর, তার জী় রীশ্ব ঠাকরে এবং সারা দেশের মানুষ খুবই উচ্ছৃষ্ট। প্রাক্তন গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে গণেশের কাছে প্রার্থনা করেছেন। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশ বলেছেন, এটি আমাদের সকলের জন্য আনন্দের একটি মুহূর্ত। মহারাষ্ট্রে এবং সারা দেশের মানুষ খুবই উচ্ছৃষ্ট। দেবেন্দ্র ফডনবিশের স্ত্রী অমৃতা ফডনবিশ বলেছেন, আমি খুব খুশি, সর্বত্রই আনন্দ...আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাষ্ট্রে যেন সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে এবং সমস্ত চ্যালেঞ্জ দূর হয়।

মানুষের বিকাশের জন্য বিজেপির আলাদা আদর্শ রয়েছে : মোহন চরণ মাঝি

কটক, ৭ সেপ্টেম্বর : বিজেপি বৃহত্তম দল, মানুষের বিকাশের জন্য আলাদা আদর্শ রয়েছে দলের। দাবি করলেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। শনিবার ওডিশার কটক জেলার বাকি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বারাং-এ বিজেপির ‘বৃথ স্তরের’ সদস্যপদ অভিযনে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। তিনি বলেছেন, বিজেপি সবচেয়ে বড় দল এবং মানুষের উন্নয়নের জন্য আলাদা আদর্শ রয়েছে। ওডিশায় বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রয়েছে এবং ওডিশায় এটি জনপ্রিয়ের সরকার। আমরা একটি বিকশিত ওডিশা চাই, একটি নতুন ওডিশা চাই। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, আগের বিজেপি সরকার ভগবান জগন্নাথের রত্ন ভান্ডার খুলতে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, নতুন বিজেপি সরকার নিজস্ব প্রথম মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং চারটি দরজার পাশাপাশি ভগবান জগন্নাথের রত্ন ভান্ডার খুলে দিয়েছে।

শিশুদের মধ্যে বাড়ছে অপুষ্টি জনিত রোগ, চিন্তায় কোচবিহারের চিকিৎসকেরা



শিশুর অপুষ্টি ধরা পড়লে তাকে ১০ শয্যাবিশিষ্ট এই কেন্দ্রে নিয়ে এসে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসার সময় বয়স অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার ও গুণ্ডুধ দেওয়া হয়। ছুটি দেওয়ার পরেও ১৫ দিন অন্তর দুই মাস শিশুদের এখানে নিয়ে এসে স্বাস্থ পরীক্ষা করানো হয়। চিকিৎসা পরবর্তী এক বছর পর্যন্ত সরকারিভাবে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। শিশু যতদিন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকে ততদিন শিশুর মাকে দৈনিক

১০০ টাকা করে দেওয়া হয়। শিশুর মা-ও পুষ্টিকর খাবার পান। ছুটি দেওয়ার পর পরবর্তীতে স্বাস্থ পরীক্ষার জন্য এলে যাতায়াতের খরচ হিসেবে শিশুর অভিভাবকে সরকারিভাবে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। জেডি হাসপাতালের সুপার ডাঃ একে বলা বলেন, ‘পুনর্বাসনকেন্দ্রের শিশুদের ওপর আমাদের চিকিৎসকরা নিয়মিত নজর রাখেন।’ পুষ্টি পুনর্বাসনকেন্দ্র সূত্রে খবর, চলতি

পরিত্যক্ত আবাসন নিয়ে আতঙ্ক! তাকালে মনে হবে একটা ভূতুড়ে বাড়ি

দূরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর : দেওয়ালের পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে। লতাপাতায় মুড়ে রয়েছে গোটা আবাসিক ভবন। কার্নিশের নীচে ঝুলে রয়েছে আগাছা। তুফানগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের আবাসিক ভবনের চিত্রটা এমনই। চার দশকেরও বেশি পুরোনো এই আবাসিক ভবনের দিকে তাকালে মনে হবে একটা ভূতুড়ে বাড়ি। আর জরাজীর্ণ এই ভবন নিয়ে বিপদের আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লিমিটেড কোচবিহার আঞ্চলিক দপ্তরের অধিকর্তাজাননা, ‘ আমাদের নজরে রয়েছে। টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই ভবনটি ভেঙে ফেলা হবে। একই সঙ্গে পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে সাপ্লাই অফিস তৈরি করা হবে।’ তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিদ্যুৎ দপ্তর চত্বরে রয়েছে এই আবাসন। একটা সময় এই আবাসনে মটর ছাটী ঘরে থেকে বিদ্যুৎকর্মীরা তাদের কাজ সামলেছেন। তারপর অনেকটা সময়



চলে গিয়েছে। বর্তমানে বেহাল আবাসনটিতে কর্মীরা থাকেন না। পরিত্যক্ত আবাসনে এখন সাপ, পোকামাকড়ের আড্ডা। বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে খবর, ১৫ বছর আগের বিদ্যুৎকর্মীরা এখানে থেকেই পরিষেবা দিতেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে ভবনটির সংস্কার না হওয়ার কারণে ভূদান্দায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে তাই আবাসনের সুবিধা পাচ্ছেন না বিদ্যুৎকর্মীরা। অন্যদিকে, অন্ধকার আবাসনটি ঘিরে

আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে আশপাশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে। অবিলম্বে বেহাল ভবন ভেঙে নতুন করে নির্মাণের দাবি উঠেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী নৃপেন পণ্ডিত বলেন, জীবন বসাক, প্রশান্ত দেবনাথদের অবস্থা, মাঝেমধ্যেই আবাসনের চাণ্ডু ভেঙে পড়ছে। যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো বিপদ ঘটতে পারে। কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানোর পরেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। যত ক্রম সম্ভব এ নিয়ে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তারা।

দুর্গোৎসব, বন্যায় ক্ষতির অবহে কর্মচারীদের পূজো-প্রাপ্তির ওপর নির্ভর বাজার অর্থনীতি



বেশি পছন্দ করেন। বাড়িতে পৌঁছে যায় সামগ্রী। তাদের কথায়, ‘প্রায় দশ বছর ধরে এজন্য মাঝ খাচ্ছে পূজার বাগিচা। আর এ বছর তো বন্যার দরুন মানুষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সে সব কাটিয়ে মানুষ কতটুকু বাজারমুখী হবেন সেটা একটা বড় প্রশ্ন।’ এই বিষয়টি ঘুরেফিরে এসেছে মনুঘাটের চন্দন পাল, কুলাই-এর রবীন্দ্র দেবনাথ সহ আরও অনেক ব্যবসায়ীর কথায়। এর বহির্রে, জেলা সদর সহ মনুঘাট, ছাওমনু এবং আরও কয়েকটি এলাকার মানুষজন ট্রেনে চেপে আগরতলা গিয়ে পূজোর বাজার সেরে বাড়ি ফেরেন। এটাও একটা বিষয়। এ ব্যাপারে শিক্ষক

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ড বৃহর ঘুরতেই কিনারা, ফাঁসির সাজা শোনাাল শিলিগুড়ি আদালত

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : বছর ঘুরতেই মাটিগাডায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার কিনারা করে দিল পুষ্টিগঞ্জ। শনিবার দেমীকে ফাঁসির সাজা শোনােলেন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক। শুক্রবার সাজা ঘোষণার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত শনিবার ঘটনায় দেমী সাব্যন্ত মহম্মদ আব্বাসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। আর জি কর আবহে এই শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক বলে মনে করছে প্রোকিব্বিহাল মহলা। মাটিগাডায় স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অপরাধীরা সাজা ঘোষণার দিন পিছিয়ে গেল। শুক্রবার সাজা ঘোষণার কথা থাকলেও মৃত্যুদণ্ড দাবি করে দীর্ঘ সওয়াল করেন সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি দেশের বিভিন্ন আদালতের একাধিক রায় নজির হিসেবে তুলে ধরে দাবি করেন, এই ধরনের বিরল ঘৃণ্য অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডই হলো উচিত। অন্যদিকে অপরাধীর তরফে আইনজীবী আদালতকে জানান, দেমী সাব্যন্ত যুবকের বাড়িতে বন্ধা মা রয়েছে। তাঁকে ফাঁসির সাজা দিলে গোটা পরিবার ভেঙ্গে যাবে, তাই ফাঁসির সাজা থেকে বিরত থাকা হোক।

দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পর্তুগালে পারি নবদ্বীপের দুই কৃতীর

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, থাকবো না কো বন্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎ টাকে,‘আর নবদ্বীপের দুই কৃতীর প্রতিভা এখন দেশের গোটা বিশ্ব’, নবদ্বীপ শহরের দুই কৃতী একজন অংকুশ কর্মকার অপর জন রাইনা মজুমদার। দুজনেই তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকেই জিমনাস্টিক শিখছে নবদ্বীপ শহরের ঢপওয়ালি মোড় এলাকার শক্তি সীমিতে ক্রিয়েটিভ জিমনাস্টিক অ্যাকাডেমিতে। অতীতে এই প্রশিক্ষন কেন্দ্রের বিভিন্ন বয়সী বহ ছাত্র ছাত্রী জেলা, জাতীয় ও

কোনরকমে চলে সংসার, কিন্তু এই সুদূর পর্তুগালে পারি দিতে এত খরচ ভেবেই কিছুটা ভেঙে পরে তারা, পরে তাদের পরিবারের তরফে ব্যাংক লোন করে, একজন নিজের বাড়ী বন্ধক রেখেই দেশের হয়ে খেলতে যাচ্ছে।



উল্লেখ্য থাকে ২০২৩ এর অক্টোবরে উজবেকিস্তানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান শিপে রৌপ পদক পেয়েছিলো এই দুই কৃতী, এবার ২০২৪ এ পর্তুগালে ১৬ তম (জুনিয়র) অ্যা্যক্লোবেটিক মিজ জিমনাস্টিক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান শিপে ফের দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে নবদ্বীপের দুই কৃতি অংকুশ কর্মকার ও রাইনা মজুমদার। আর তার জন্য নবদ্বীপ থেকে কোলকাতা, মুম্বাই হয়ে পর্তুগালের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ৮ই সেপ্টেম্বর। জানা যায় এবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তরকে মোট ১৬ জন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলছে এই প্রতিযোগিতায়, যেখানে রাজ্যের মধ্যে কেবল এই নবদ্বীপের দুই কৃতি যোগ্যতা অর্জন করেছে। এখন এটিই দেখার ফের নবদ্বীপের এই দুই কৃতী তাদের প্রতিভা দিয়ে বিশ্বের দরবারে কতোটা সাফল্য আনতে পারে দেশের জন্য, যদিও সকলেই তাদের সাফল্য কামনা করছে,

উদ্দেশ্য আবেদনও করেন আর্থিক ভাবে এই দুই কৃতীর পক্ষে এসে দাড়িয়ে তাদের সাফল্যের অংশীদার হতে। দুই কৃতীরা জানায় তারাও যথেষ্ট আশাবাদী, এই প্রতিযোগিতায়, কারন গত বছর প্রথমবার বিদেশের মাটিতে প্রতিযোগিতায় অংশ

নিয়ে এসেছিলেন। একটা বড় সাফল্য, ফলত আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট রয়েছে তাদের। কিন্তু আর্থিক পরিস্থিতির জন্য কিছুটা চিন্তিত থাকলেও তারা জানায় গত বছরে বহু মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন তাদের সাহায্য করতে, তবে এবছর এখানে সে ভাবো তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি, তবে তারা জানায় নবদ্বীপের পৌসভা, পৌরপিতা ও নবদ্বীপ থানার তরফে তাদের কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের পরিবারের তরফেও জানায় এতো পরিমাণ অর্থের যোগান মধ্যবিত্ত পরিবারের যোগার করা অসম্ভব, সকলের সাহায্য ছাড়া,এ সম্ভব না, তবে সরকারি বাজেট আক্ষেপ কোনরকম সরকারি সাহায্য মেলেনি কখনো! সব মিলিয়ে সব প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে পর্তুগালের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া নবদ্বীপর দুই কৃতীর সাফল্যের দিকেই তাকিয়ে সকলে তা বলছি বাচ্চা।

রাজস্থানে বাংলার অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যু, তাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ সেপ্টেম্বর : রাজস্থানে বাংলার আরেকের অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, একদল লোক তাকে মারধর করে, সড়ক মীনের সহায়তায় তাকে বাঁচানো যায়নি, চিকিৎসা চলাকালীন তার মৃত্যু হয়, এই খবর ছড়িয়ে পড়ছে তার গ্রামে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত অভিবাসী শ্রমিকের নাম মতি, বয়স ৪০ বছর, তার বাড়ি মালদা জেলার হরিশ্রম্পুর ১ নম্বর পল্লকের অন্তর্গত ভিঙ্গাল গ্রাম পঞ্চায়েতের মিসকিনপুর গ্রামে। নিহত প্রবাসী শ্রমিকের পরিবারে স্ত্রী ও দুই নাবালক সন্তান রয়েছে। পারিবারিক



সূত্রে জানা গেছে, রাজস্থানের জয়পুরে একটি সোনার দোকানে ২০ বছর ধরে কাজ করেন তিনি। পাঁচ মাস আগে ছুটিতে বাড়িতে আসেন, তারপর ২৮ আগস্ট আবার স্বর্ণের দোকানে কাজে যান। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, কিছু লোক তাকে মারধর করে, তার বন্ধুদের সহায়তায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

করা হয়, এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত প্রবাসী শ্রমিকের স্ত্রী রোশনা খাতুন বলেন, স্বামীই পরিবারের একমাত্র উপার্জনস্বক্ষম সদস্য, আজ তিনি আর নেই, ছোট দুই ছেলে নিয়ে সংসার চালাতে হচ্ছে, যারা তাকে মারধর করেছে তাদের শাস্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করছি। তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। মিসকিনপুর গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিনিধি খারুল আলম বলেন, মতি বিশ বছর ধরে রাজস্থানের জয়পুরে একটি সোনার দোকানে কাজ করে বলে আমরা শুনেছি মতিকে খাবার ঘরে মারধর করা হচ্ছে। এরপর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

হোর্ডিংয়ে নেপালি ভাষা, দার্জিলিং পৌরসভার ঘোষণায় খুশি স্থানীয় জনতা

দার্জিলিং, ৭ সেপ্টেম্বর : স্থানীয় ভাষার আবেগকে মান্যতা দিয়ে ভাষার ব্যাপারে নতুন নির্দেশ জারি করেছে দার্জিলিং পৌরসভা। ওই নির্দেশে জানানো হয়েছে, পৌরসভার এভিযারের মধ্যে থাকা সমস্ত হোর্ডিং নেপালি ভাষায় দেখাতে হবে। হোর্ডিং অন্য ভাষায় থাকলেও নেপালি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই ঘোষণায় খুশি স্থানীয় আমজনতা। একটি বেসরকারী কলেজের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক রোশন তামাং শনিবার বলেছেন, এই নির্দেশ একটি বৃহত্তর কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এটি কাকবির করার মাধ্যমে পৌরসভা সাংস্কৃতিক জায়গায় জোরদার এবং দৈনন্দিন কাজে ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারবে। নির্দেশনটি এই অঞ্চলের চলমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গতিশীলতাকেও প্রতিফলিত করে। এই নীতি জিটিএ এবং স্থানীয় নেতাদের দার্জিলিং পর্ষাদের অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং সংরক্ষণে সহায়ক হবে। দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্ট এর সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ লামা বলেছেন যে এটি পর্যটকদের অসুবিধায় ফেলবে না। কারণ হিন্দি এবং নেপালি উভয়ই

e-tenders are invited by Prodhnan, Ramnagar Gram Panchayat under Ausgram-II Dev. Block Dist.-Purba Bardhaman, from resourcefull/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 5th SFC fund vide **Memo No-330/RGP/24-25, NIT No-15/RGP/24-25** and Memo No- 331/RGP/24-25, **NIT No-16/ RGP/24-25** Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on **14/09/2024** up to 03.00 PM. For details visit the website <http://wbttenders.gov.in>.

BANKRA-I GRAM PANCHAYAT, Bankra, Domjur, Howrah-711403
NOTICE INVITING e-TENDER
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Prodhnan on behalf of Bankra-I Gram Panchayat, Domjur, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/ bidders vide NIT reference/ memo No. 253/RGP-I (SI No. 01to 03), 254/RGP-I (SI No. 01 to 07), 255/RGP-I (SI No. 01 to 05) and 256/RGP-I (SI No. 01 to 04); Dated: 04.09.2024 at the Jurisdiction office of Bankra-I Gram Panchayat within Domjur Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is 17/09/2024 at 16:00 Hrs. Details will be available at the website <http://wbttenders.gov.in>

Sd/-
PROD-HAN
Bankra-I Gram Panchayat
Domjur, Howrah

প্রশাসনের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে বিটিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) প্রমোদ বড়ো ‘জনহিত্য দরবার’ শীর্ষক একটি বিশেষ কর্মসূচি শুরু করেছেন। এই কর্মসূচির বলে বিটিসি-প্রধান প্রমোদ বড়ো সশরীরে বিটিসির বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় বিভিন্ন গ্রুপ, সংগঠন এবং বাসিন্দাদের সাথে একের পর এক মতবিনিময় ও আলোচনা করছেন।

লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। এর পর দার্জিলিং পৌরসভা এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে। দার্জিলিং পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র ঠাকুরি জানিয়েছেন যে কাউন্সিলর বোর্ডের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে তিনি জানান, যারা আইন মানবেন না, তাদের জরিমানা হবে।

e-tenders are invited by Prodhnan, Ramnagar Gram Panchayat under Ausgram-II Dev. Block Dist.-Purba Bardhaman, from resourcefull/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 5th SFC fund vide **Memo No-330/RGP/24-25, NIT No-15/RGP/24-25** and Memo No- 331/RGP/24-25, **NIT No-16/ RGP/24-25** Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on **14/09/2024** up to 03.00 PM. For details visit the website <http://wbttenders.gov.in>.

E-TENDER NOTICE
Online Bids are invited for the Year 2023-24 from the bonafied contractors for Listed Works under 5th S.F.C (Tied) & (Untied) in respect of **NIT No-328/ SUSU/2024, 329/SUSU/ 2024 dated-04.09.2024**. Last Date of Paper sub-mission is on **13.09.2024** for details information con-tact to the undersigned.
Sd/- **Prodhnan**
Susunia Gram Panchayet

CORRIGENDUM NOTICE
This is for information to all concerned that the follow-ing correction have to made against the e-N.I.T No. **WBMAD/DKM/SUPL/Je-NIT-003/2024-25**. Bid Submis-sion closing date (Online)-**17/09/2024** instated of **06/09/ 2024** and Bid Submission opening date (Online) **19/09/ 2024** instated of **09/09/2024**. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- **Chairperson**
Dankuni Municipality

